RNI No. 71057/96

বিশ্বমঞ্চে দিনহাটার সৌরভ সাহা ভারতের হয়ে ব্রোঞ্জ জয় করলেন

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

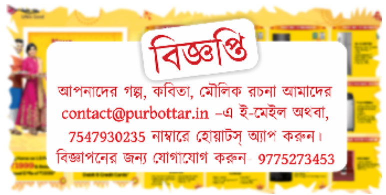

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ১১ জুলাই - ২৪ জুলাই, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 14, Cooch Behar, Friday, 11 July - 24 July, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

বনধ ঘিরে চাপানউতোর কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শ্রমিকদের একাধিক দাবি নিয়ে বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা বনধ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল কোচবিহারে। ৯ জুলাই বুধবার সকাল থেকে দফায় দফায় রাস্তায় নামে বনধ সমর্থনকারীরা। পাল্টা রাস্তায় নামে বনধ বিরোধী রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। দিনহাটা ও তুফানগঞ্জে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আবার কোচবিহার শহরে পুলিশের সঙ্গেই ধ্বস্তাধ্বস্তি হয় বনধ সমর্থনকারীদের। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান,"বিকেল পর্যন্ত ৮৯ জন বনধ সমর্থনকারীকে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে।" কোচবিহার জেলা শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার বন্ধ থাকলেও জেলার ছোট বাজার খোলা ছিল। রাস্তায় সরকারি বাস চলাচল করেছে। বেসরকারি বাসের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগম অতিরিক্ত বাস পরিষেবা দিয়েছে বলে জানান সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এদিন দুপুরে তিনি বলেন, "এখনও অবধি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চারশটির বেশি বাস গোটা বাংলা জুড়ে স্বাভাবিক চলছে। যাত্রী সাধারনের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। আমাদের আধিকারিকগণ মনিটরিং করছে এবং ট্রাফিক কর্মীরা তাদের ডিউটি অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে পালন করছে। স্বাভাবিক ছন্দে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের বাস ডিপো ও টার্মিনাসগুলো।"

বনধ ডাকা দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণ বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। বুধবার বন্ধের বিরোধিতায় একটি মিছিলে অংশ নেন তিনি। তিনি বলেন, "বনধ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অনেক বেশি ক্ষতি করে। বনধ ডাকা দায়িত্ব জ্ঞানহীন আচরণের মধ্যে পড়ে। বনধ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে।" এদিন বিভিন্ন বাম ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের ডাকা বনধকে ব্যর্থ করতে সকালেই কোচবিহারের রাস্তায় নামে জেলা আই এন টি টি ইউ সি। এদিন সকালে সংগঠনের জেলা সভাপতি রাজেন বৈদের নেতৃত্বে মিছিল হয়। জনজীবন স্বাভাবিক রাখার প্রচার করা হয়। কোচবিহারের রাস্তায় নামে বনধ সমর্থকরা। বাম নেতা অনন্ত রায় বলেন, "বনধ পুরোপুরি সফল হয়েছে। জোর করে কিছু সরকারি বাস রাস্তায় নামানো হয়। সেখানে কোনও যাত্রী ছিল না। উল্টে ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয় নিগমকে।"

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর ফেসবুক প্রোফাইল হ্যাক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার: এবারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের ফেসবুক হ্যাক করার অভিযোগ উঠল। ৪ জুলাই শুক্রবার এমনই দাবি করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি তাঁর একটি ফেসবুক প্রোফাইল থেকে তা সমাজমাধ্যমেও জানিয়েছেন। উদয়ন ফেসবুকে লিখেছেন, "আমার পার্সোনাল ফেসবুক প্রোফাইল , উদয়ন গুহ আর গুহ বাবুন দুটোই সম্ভবত কেউ হ্যাক করে সরকার বিরোধী পোস্ট করছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।"বেশ কিছু সময় আগে কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নামে নকল ফেসবুক পেজ খুলে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল। কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার নামেও নকল ফেসবুক প্রোফাইল খোলার অভিযোগ উঠেছিল। আবার একসময় কোচবিহারের জেলাশাসকের দায়িত্বে থাকা পবন কাদিয়ানের নাম করে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাটিংয়ের মাধ্যমেও প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। এবারে সেই তালিকায় কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

কোচবিহারের সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ বিষয়টা দেখছে।' দিনহাটা শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশু ধর বলেন, 'একজন মন্ত্রীর অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেল, কারা করল, তাদের কী উদ্দেশ্য, এসব জানা প্রয়োজন। আমরা পুলিশের কাছে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।' তবে পুলিশ সূত্রে দাবি, অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়নি, কেউ মন্ত্রীর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সরকার বিরোধী পোস্ট করছে। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, 'বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন, 'সাইবার ক্রাইম এখন মারাত্মক জায়গায় চলে গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক।' ওই ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলে দিনহাটা থানায় বিক্ষোভ তৃণমূলের নেতাকর্মীদের। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী, ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী,

তৃণমূল নেতাকে গুলি

ধৃত বিজেপি বিধায়কের পুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: চকচকা অঞ্চলে গুলির ঘটনার জেরে উত্তপ্ত কোচবিহার জেলা। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবারের সদস্যের। তৃণমূল নেতার অভিযোগ, রাজনৈতিক আক্রোশেই তাঁর উপর এই হামলা। এই ঘটনার পর একাধিক রাজনৈতিক বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জেলায়।

ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার, ৩ জুলাই, রাতে। সূত্রের খবর, রাত প্রায় ১১টা নাগাদ নিজের দলীয় ও ব্যক্তিগত কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে। তাঁর বাসা থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে ঝিনাইদহ এলাকায় একটি কালো রঙের এসইউভি তাঁর পথ আটকে দেয়। আচমকা সেই গাড়ি থেকেই গুলি চালানো হয় রাজুকে লক্ষ্য করে। গুলি লাগে তাঁর ডান কাঁধে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

স্থানীয় মানুষজনই তৎপর হয়ে তাঁকে উদ্ধার করে কোচবিহারের এক নার্সিংহোমে ভর্তি করান। রাতে আহত নেতাকে দেখতে যান জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকসহ

অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব। বর্তমানে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে এবং অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দ্রুত চিহ্নিত করে কালো রঙের সন্দেহভাজন গাড়িটিকে। শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয় কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের ছোট ছেলে দীপঙ্কর রায় এবং উত্তম গুপ্ত নামে আরও একজনকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বিধায়কের কালো এসইউভি।

পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের কথায়,"গুলি চালনার ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন বিধায়কের ছেলে। বিধায়কের গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।"

অন্যদিকে আহত রাজু দে নার্সিংহোমে শুয়েই জানান, "বিধায়ক সাধারণত চারচাকায় আসেন না। কিছুদিন আগে এসেছিলেন, তখন আমরা গাড়ি আটকে প্রতিবাদ করেছিলাম। সেই একই গাড়িতে করেই আমাকে গুলি করা হয়েছে। বিধায়কের মদতেই তাঁর ছেলে এমন সাহস পেয়েছে।"

ঘটনার প্রেক্ষিতে শুক্রবার জেলায় একাধিক স্থানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। জেলা তৃণমূল সভাপতির কথায়, "যে জনপ্রতিনিধি নিজের প্রতিপক্ষের উপর এমন হামলার মদত দেন, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন।"

বিধায়কের পাল্টা বক্তব্য,"কালো গাড়ি তো অনেকেই ব্যবহার করে। শুধু রঙ দেখেই আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমার বড় ছেলেকেও তুলে নিয়ে গিয়েছিল, পরে ছেড়ে দেয়। আমার ছোট ছেলে নিজে থানায় গেলে তাকেই গ্রেপ্তার করা হয়। তৃণমূল মাটির টান হারিয়ে এমন নাটক করছে।"

এই ঘটনার পর ফের রাজনৈতিক হিংসার আবহে উত্তপ্ত কোচবিহার জেলা। তদন্ত কতদূর এগোয় এবং সত্যিই কী গোপন শত্রুতার বলি হলেন একজন পঞ্চায়েত প্রতিনিধি—সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে আমজনতার মুখে মুখে।

এনআরসি'র চিঠি দিনহাটার উত্তমকে

সরগরম রাজ্য-রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল আইনে দিনহাটার এক বাসিন্দাকে এনআরসি-র নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তা নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি। কোচবিহারের দিনহাটার চৌধুরীহাটের সাদিয়ালের কুঠি এলাকার ওই বাসিন্দার নাম উত্তমকুমার ব্রজবাসী। পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে দিনহাটায় বসবাস করছেন তিনি। সেই উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে এনআরসি নোটিশ কেন পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তম জানিয়েছেন, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে কোচবিহার জেলা পুলিশ মারফত তিনি ওই নোটিস পেয়েছেন। তার পর তিনি আত্মীয়দের পরামর্শ মেনে আইনজীবির দ্বারস্থ হন। তিনি প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে আইনজীবির সঙ্গে অসমের কামরূপের ট্রাইব্যুনাল আদালতেও যান। কিন্তু বিচারক সেই নথিতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে তাঁর পূর্ব পুরুষদের ভোটার তালিকায় নাম থাকার নথি ও জমির কাগজপত্র চেয়ে পাঠান। সমস্ত জায়গায় ঘুরেও তিনি সেই নথি জোগাড় করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েন। আগামী ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁকে সমস্ত নথি আদালতে জমা দিতে বলা হয়েছে।

এই অবস্থায় উত্তমের পাশে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "আমি হতবাক ও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছি জেনে যে, কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা রাজবংশী

সম্প্রদায়ের উত্তম কুমার ব্রজবাসীকে অসমের ফরেনার্স ট্রাইবুনাল, এনআরসি নোটিশ জারি করেছে। গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই বাংলার বাসিন্দা। তাঁর বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে "বিদেশি/অবৈধ অনুপ্রবেশকারী" সন্দেহে হয়রানি করা হচ্ছে।" সেই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এটি আমাদের গণতন্ত্রের উপর একটি পরিকল্পিত আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটিই প্রমাণ করে যে অসমে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেখানে তাদের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার নেই। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভয় দেখানো, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া এবং নিশানা করার একটি পূর্বপরিকল্পিত নোংরা চক্রান্ত চলছে। এই অসাংবিধানিক আগ্রাসন জনবিরোধী এবং এটি বিজেপির বিপজ্জনক ষড়যন্ত্রকে দিনের আলোর মত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক সুরক্ষাকে ধ্বংস করে বাংলার মানুষের পরিচয় মুছে ফেলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি।" আরও লিখেছেন, "এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সমস্ত বিরোধী দলগুলির একজোট হওয়া এবং বিজেপির বিভাজনমূলক ও দমন পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরি। ভারতবর্ষের সাংবিধানিক কাঠামোকে ধ্বংস করা হলে, বাংলা চুপ করে থাকবে না।"

গ্রামবাসীদের অনেকেরই দাবি, জন্মগত ভাবে উত্তম দিনহাটার বাসিন্দা। তার নামে এনআরসি-র নোটিশ পাঠিয়েছে তা শুনে হতবাক গোটা গ্রাম। ঘটনায় আতঙ্কে পরিবার। প্রশ্ন উঠেছে এসব কি হচ্ছে? গ্রামবাসীরা জানান, তিনি পাঁচ পুরুষ থেকে এলাকায় পরিচিত। কখনো তারা অসমে যাননি। তাদের নামে কি করে এনআরসি-র নোটিশ আসে! উত্তমকে চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে, তিনি নাকি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে অবৈধভাবে অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। সেই থেকে অবৈধভাবে দিনহাটা মহকুমার চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাদিয়ালের কুঠিতে বসবাস করছেন। এছাড়াও নোটিশটিতে উল্লেখ রয়েছে, পুলিশ ভেরিফিকেশনে উত্তম বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। তাই তাঁকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপর থেকেই আতঙ্কিত ওই উত্তমকুমার ব্রজবাসীর পরিবার। তা নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে বিজেপি।

টোটোয় গাঁজা পাচার

ধরা পড়ল দুই কলেজছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: ক্যানিং থেকে দিনহাটায় গাঁজার চালান করতে গিয়ে ধরা পড়ল দুই কলেজছাত্রী। গত শনিবার ৫ জুলাই সকালে দিনহাটা মহকুমার যম দুয়ার মোড়ে, সাহেবগঞ্জ থানার আওতাধীন এলাকায় ঘটে যায় এই নাটকীয় ঘটনা। পুলিশের তৎপরতায় ধরা পড়ে দুই যুবতী, তাঁদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ১০ কেজি গাঁজা।

গোপন সূত্রে আগেই খবর ছিল, গাঁজা পাচারের জন্য মহিলা সদস্য ব্যবহার করছে একটি চক্র। সেই সূত্র ধরে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। যম দুয়ারের কাছে এক টোটোকে থামিয়ে তল্লাশি চালায় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন থানার ওসি অজিত শাহ সহ একাধিক মহিলা পুলিশ কর্মী।

তল্লাশির সময় দুই যুবতীর পিঠে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেট। ওজন মেপে দেখা যায়, প্রায় ১০ কেজি। ধৃতরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এলাকার বাসিন্দা। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে, গাঁজা পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে তাদের মাথাপিছু পাঁচ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ছিল। দিনহাটা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে ক্যানিং কোনও ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাদের দায়িত্ব।

দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, "মহিলা পাচারকারীদের ব্যবহার করে সন্দেহ এড়ানোর চেষ্টা করছে এই চক্র। কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরেই নজর রাখছিলাম। এবার সেই চক্রের এক অংশ ধরা পড়েছে। মূলচক্র কারা, কোথা থেকে গাঁজা আসছে, কে বা কারা এদের দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে— সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

এই ঘটনার পর যম দুয়ার অঞ্চলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা হতবাক যে, কলেজে পড়া দুই তরুণী এমন এক চক্রের অংশ হতে পারে। ইতিমধ্যেই গাঁজা পাচার চক্রের মূল চালিকাশক্তিকে ধরতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় ফের সামনে এল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে গাঁজা পাচারের সক্রিয় নেটওয়ার্ক। ক্যানিং থেকে উত্তরবঙ্গে গাঁজা চালান এবং তা বিপণনের পেছনে কাদের মদত রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু দিনহাটা নয়, কোচবিহারের আরও কয়েকটি এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

হবু বৌদির গোয়েন্দাগিরি

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোচবিহার: এ যেন সিনেমার গল্পকে হার মানায়। হবু বৌদি গোয়েন্দাগিরি করে এক অসাধু ব্যক্তির হাত থেকে বিবাহিতা ননদকে বাঁচালেন। হবু বৌদি ননদ সেজে ওই ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দেখা করার কথা বলে কোচবিহার এনবিএসটিসির বাস স্ট্যান্ড চলে আসেন। সেখানেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করন তারা। অভিযোগকারীনি মহিলার দাবি, তার বিবাহিত ননদকে ফুসলে প্রেমের জালে ফেলে বাইরে পাচার করার লক্ষ্য ছিল ওই অভিযুক্ত ব্যক্তির। দিন দুয়েক আগেও ফালাকাটার একটি হোটেল থেকে ননদকে উদ্ধার করে তার হবু বৌদি। এরপরই ননদের ফোন থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলেন হবু বৌদি। আর সেইমতো তাকে ধরার জন্য কোচবিহার সরকারি বাসস্ট্যান্ডে আসেন তিনি ও তাঁর হবু স্বামী। এই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কোচবিহার সরকারি বাস স্ট্যান্ড এলাকায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ এসে আটক করে নিয়ে যায়।

মদনমোহনের উল্টো রথ

উপচে পড়ল ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নিয়ম ও রীতি মেনে সাত দিন মাসির বাড়িতে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন মদনমোহন। ৪ জুলাই শুক্রবার বিকেলে কোচবিহারে গুঞ্জবাড়ি থেকে রথে চেপে নিজের বাড়িতে ফিরলেন মদনমোহন। রাজ আমলের রীতি অনুযায়ী, মদনমোহনকে বারান্দায় বসানো হয়। সেখানে কিছুক্ষণ ধরে তাঁকে চামড় দিয়ে হাওয়া করা হয়। সেইসঙ্গে দেওয়া হয় মিষ্টি ভোগ। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সেখান থেকে গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার মহারাজাদের কুলদেবতাকে। মদনমোহনের উল্টো রথ ঘিরে ভিড়ে উপচে পড়ে কোচবিহার শহর। বিশাল শোভাযাত্রা মদনমোহনের রথ টেনে এগিয়ে চলে। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে মদনমোহনকে প্রণাম জানায়। পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ আমলের রীতিনীতি মেনেই প্রতিটি নিয়মকানুন হয়েছে।'

এদিন গুঞ্জবাড়ির মাসির বাড়ি থেকে তাঁকে নিজের বাড়িতে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন ডাঙ্গরাই ও রাজমাতা মন্দিরের দুই দেবতা। তাঁরা অবশ্য এদিন বৈরাগিদিঘির পাড়ে মূল মদনমোহন বাড়িতে ঢোকেননি। মূল মদনমোহনকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই তাঁরা ফেরত চলে যান। রাজশাসন শেষ হলেও মহারাজাদের সময়ের নিয়ম পাল্টায়নি। সেই নিয়মকানুন একই রয়েছে। মদনমোহনের রথযাত্রাও ঠিক সেরকমই। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে ধর্মীয় এই রীতিগুলি পালন করা হয়। গত ২৭ জুন বিকেলে মদনমোহন রথে চেপে মাসির বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে সাতদিন ধরে বিশেষ পুজো, ভোগ, কীর্তন, আরতি, ধর্মীয় সংগীত পরিবেশন হয়। সেই উপলক্ষ্যে সেখানে মেলাও বসে। সাতদিন ধরে মেলা চলছে। বহু দোকানি তাদের পসরা নিয়ে হাজির হন।

নিয়ম মেনে এদিন বিকেলে রথে চেপে নিজের বাড়িতে ফিরলেন মদনমোহন। এই সাতদিন বৈরাগিদিঘির পাশের মদনমোহন বাড়ির সিংহাসন সামলেছেন ছোট মদনমোহন। মদনমোহনের প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে বৈরাগিদিঘির পাড়ে মেলা বসে। প্রচুর দোকানপাটের পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এলাকা।

মদ্যপ অবস্থায় ব্যবসায়ীকে আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এক পান ব্যবসায়ীকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ৪ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বর্হিবিভাগের সামনে। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ওই ব্যবসায়ীর নাম আতোয়ার হক। ওই ঘটনার পর আহত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, গেছে, আক্রান্ত ব্যবসায়ীর বাড়ি কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের পসারীহাট এলাকার বড়াইবাড়ি এলাকায়। অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালের বর্হিবিভাগের সামনে আতোয়ার হক নামে ওই ব্যবসায়ী একটি অস্থায়ী ভাবে পানের দোকান করেন। এদিন সন্ধ্যায় মদ্যপ অবস্থায় আতোয়ারের দোকানের সামনে যায় এক যুবক। অভিযোগ, কোনও বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। সেই সময় আচমকা আতোয়ার হককে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি বুকে ও বুকের বাঁদিকে আঘাত করে। পরে ছুরিকাহত অবস্থায় আতোয়ার কে উদ্ধার করে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

ছুরিকাহত আতোয়ার হকের স্ত্রী আজিমা বিবি বলেন, "আমার স্বামীর পাশের দোকানে এক মহিলা কাজ করে তিনি আমাকে ফোন করে জানান আমার স্বামী মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ওই খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখি আমার স্বামীকে এক লোক ছুরি দিয়ে কোপ মেরেছে। কি কারণে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তা জানা নেই। শুনেছি এক ব্যক্তি মদ খেয়ে দোকানের সামনে এসে এই ঘটনা ঘটায়।"

একুশে জুলাই ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: একুশে জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে সোমবার, ৭ জুলাই দিনহাটা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে অনুষ্ঠিত হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা। দিনহাটা বিধানসভার নেতাকর্মীদের নিয়ে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা থেকে কলকাতার শহিদ দিবসের সভায় বিপুল সংখ্যক কর্মীকে উপস্থিত থাকার বার্তা দেন নেতারা। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "এই বছর দিনহাটা থেকে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী একুশে জুলাইয়ের সভায় যোগ দেবেন।" সভা শেষে কর্মীদের মধ্যে শহিদ দিবস ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

শিলিগুড়িতে 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ'

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি: শহরবাসীর মধ্যে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শিলিগুড়িতে পালিত হল 'পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ'। শিলিগুড়ি ট্রাফিক বিভাগের পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধী চকে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার সি সুধাকর, শহরের মেয়র গৌতম দেব, এসজিডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার সহ আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ। তারা পোস্টার, স্লোগান ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা নিয়ে বার্তা ছড়িয়ে দেন, পথচারী ও চালকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "পথ নিরাপত্তা শুধুমাত্র চালকদের দায়িত্ব নয়, পথচারীদেরও নিয়ম মেনে চলা জরুরি।" তারা আরও জানান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ছোটবেলা থেকেই পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিন ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা হেলমেট ব্যবহার, জেব্রা ক্রসিং-এর সঠিক ব্যবহার, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন এড়ানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে উপস্থিত মানুষজনকে সচেতন করেন।

দিনহাটা পুরসভায় জলসংকট

মেটাতে চার দপ্তরের বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা পুরসভা এলাকায় চলমান জলসংকট চরম আকার ধারণ করেছে। শহরের একাধিক ওয়ার্ডে জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে প্রতিদিন। পুরসভা এলাকার বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই)। এই দপ্তরই দীর্ঘদিন ধরে পুরনো পাইপলাইনের মাধ্যমে শহরে জল সরবরাহ করে আসছে। তবে বর্তমানে 'অমরুত-টু' প্রকল্পের আওতায় নতুন করে জল সংযোগের কাজ শুরু হওয়ায় সমস্যার জটিলতা বেড়েছে।

নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ চলাকালীন, পুরনো লাইনগুলির ক্ষতি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। ফলস্বরূপ, পুরনো লাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হচ্ছে বহু এলাকায়। পাশাপাশি পুরনো লাইনের মধ্যেই রয়েছে একাধিক কারিগরি ত্রুটি ও দীর্ঘদিনের অবহেলা। এই জল সমস্যা ঘিরে শহরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়ছিল।

জলসঙ্কটের নিরসনে গত মঙ্গলবার, ৮ জুলাই দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অর্পণা দে নন্দীর নেতৃত্বে সমস্ত কাউন্সিলররা যান কোচবিহার জেলা পিএইচই দপ্তরে। সেখান থেকে ফিরে ওই দিনই দিনহাটা পুরসভা ভবনে জরুরি বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরসভা, পিএইচই, এমইডি এবং পিডব্লিউডি—এই চারটি দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পুরনো লাইনের সমস্ত সমস্যা দ্রুত মেরামতের দায়িত্ব নেবে পিএইচই দপ্তর। অন্যদিকে, নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এমইডি দপ্তর। শহরে পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করতেই এই যৌথ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

পুরসভার চেয়ারপারসন অর্পণা দে নন্দী বলেন, "শহরের জল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে চারটি দপ্তরকে নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। সবাই একযোগে কাজ করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।" ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী জানান, "পিএইচই দপ্তর পুরনো লাইনের সংস্কারের কাজ করবে। নতুন লাইনের কাজ দ্রুত শেষ করবে এমইডি। আমরা আশা করছি, কয়েক মাসের মধ্যেই শহরের মানুষ নির্বিচারে পানীয় জল পাবে।"

বাসিন্দাদের একাংশ প্রশাসনিক তৎপরতা দেখে আশার আলো দেখছেন। তবে তাঁদের প্রত্যাশা—এবার যেন কাজের বাস্তব রূপ দ্রুত চোখে পড়ে।

অনিশ্চয়তায় ১২০০ শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা

ডুয়ার্সের বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগান হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সংকটে পড়েছেন প্রায় ১২০০ চা শ্রমিক। অভিযোগ উঠেছে, কোনও ধরনের পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রাতারাতি বাগান বন্ধ করে চুপিসারে সেখান থেকে সরে পড়েছেন বাগান কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, গত ২৬ জুন ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন (DBITA)-র উদ্যোগে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও সেই বৈঠক থেকে কোনও সমাধান বের হয়নি। ওইদিনই কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ১০ দিনের জন্য ছুটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যা সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন মেনে নেয়। সোমবার ছিল সেই ছুটির শেষ দিন। প্রকৃতপক্ষে, মঙ্গলবার থেকে কাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, এদিন সকালে শ্রমিকরা যখন ফ্যাক্টরিতে ওষুধপত্র সংগ্রহ করতে যান, তখন দেখেন স্টোররুমে তালা ঝুলছে। এরপর ম্যানেজারের বাংলোতেও গিয়ে তাঁরা একই অবস্থা দেখতে পান। তখনই নিশ্চিত হয়ে যান, কর্তৃপক্ষ আগাম কিছু না জানিয়েই বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির গেটে জড়ো হতে শুরু করেন। বাগান বন্ধ হয়ে গেলে তাঁদের জীবন-জীবিকা নিয়ে বড়সড় অনিশ্চয়তা দেখা দেবে—এই আশঙ্কায় প্রবল উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। শ্রমিকদের দাবি, দ্রুত বাগান পুনরায় চালু করে তাঁদের রোজগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। গোটা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

শিলিগুড়িতে আধুনিক মাতৃসদন, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন দিগন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করল শিলিগুড়ি পুর নিগম। এবার শহরের সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করতে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি আধুনিক মাতৃসদন হাসপাতাল। শহরের মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন, "এই নতুন মাতৃসদনে থাকবে ৩০টি শয্যা, সঙ্গে ইসিজি, আল্ট্রাসাউন্ড, ব্লাড ব্যাঙ্ক, ২৪ ঘণ্টা খোলা ওষুধের দোকান সহ একাধিক আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা।" পাশাপাশি, হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই চিকিৎসকদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে, যাতে জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যায়। প্রশাসনের আশ্বাস, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহরের মানুষ উন্নত, সুলভ ও সহজলভ্য চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা পাবেন। মেয়র আরও জানান, "সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।" শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। বিশেষত মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে মাতৃসদন।

একুশে জুলাই, প্রস্তুতির বার্তা সাংসদের

সংবাদদাতা

দিনহাটা: সিতাই এর রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি সভা। সিতাই বিধানসভার কর্মীদের নিয়ে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় হাজির ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বরা। একুশের প্রস্তুতি মঞ্চে ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন কে লক্ষ্য করে বার্তা দিলেন সাংসদ। পুজোর আগেই প্রত্যেকটা অঞ্চল ও ব্লকের কর্মীসভা সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বুথের নেতৃত্বদের এড়িয়ে যেসব পঞ্চায়েত দল বিরোধী কার্যকলাপ করছে তাদেরও সতর্ক করেন তিনি। দলকে এড়িয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিলে ২০২৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের তাদের জন্য দলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাংসদ। এদিনের সভায় বিজেপি কর্মীদের চরম হুঁশিয়ারি দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

একুশে জুলাই প্রতিবছরই ধর্ম তলায় শহীদ দিবস পালন করে তৃণমুল কংগ্রেস। বিপুল পরিমাণ কর্মী সমর্থক সিপাই বিধানসভা থেকে ধর্মতলায় হাজির হয় প্রতিবছর। এবারও বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সভা করা হল। সেই সভাতেই বিধানসভার প্রস্তুতির সুর বেজে গেল এ দিন।

বিধানসভার প্রতিটি বুথেই কর্মী সভা চলছে। কর্মী সভা করে বুথ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। বুথ সম্মেলন শেষ হওয়ার পরেই অঞ্চল সম্মেলনে জোড় দেওয়া হবে। ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই অঞ্চল সম্মেলনে হাজির থাকবেন সাংসদ নিজেই। বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হলেই অঞ্চল সম্মেলন গুলি শুরু করতে বলেন তিনি। অঞ্চল সম্মেলন হওয়ার পরেই সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত দুটি ব্লকেই ব্লক সম্মেলন করা হবে। অঞ্চল সম্মেলন করে যেমন অঞ্চল কমিটির ঘোষণা করা হবে তেমনি ব্লক সম্মেলন করে ব্লক কমিটি ঘোষণা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

নিষ্ক্রিয় নেতৃত্বদের সম্মেলনের মাধ্যমে বাতিল করা হবে। তেমনই সক্রিয়দের জায়গা দেওয়া হবে নতুন কমিটি গুলিতে। তবে অনেক জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধানদের বিরুদ্ধে দলকে এড়িয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠছে। তাদের প্রতি নজরদারি চালাচ্ছে দল। বুথ কমিটিকে এড়িয়ে যারা কাজ কর্ম করছে তাদের আঠাশের নির্বাচনে জায়গা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাংসদ।

কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া বলেন, কোচবিহার জেলায় সিতাই বিধানসভার গুরুত্ব অন্যরকম। বিপুল ভোটে ২৬ এর নির্বাচনে জয়ী হতে হবে এই বিধানসভায়। সেই কারণে পুজোর আগেই সমস্ত বুথ অঞ্চল ও ব্লকে সম্মেলন সম্পূর্ণ করতে হবে। সম্মেলনের মাধ্যমে এই নতুন কমিটি ঘোষণা করা হবে। যেসব জন প্রতিনিধি দলকে এড়িয়ে কাজকর্ম করছে , ২৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের দরজা তাদের জন্য বন্ধ করা হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, কোন একটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন তৃণমূল কর্মী বিজেপির হাতে আক্রান্ত হলে বাকি আটটা বিধানসভায় বিজেপি কর্মীদের পেটাতে হবে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাত ধরেও বিধানসভা নির্বাচনে বুথে এজেন্ট হওয়ার স্বপ্ন না দেখে বিজেপি কর্মীরা।

কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন, সংবাদ শিরোনামে থাকার জন্যই উদয়ন বাবু মাঝেমধ্যেই এ ধরনের হুমকি দিয়ে থাকেন। উনার মন্ত্রিত্ব চলে গেলেই জনরোষে এলাকা ছাড়তে হবে তাকে। বিজেপির কথা চিন্তা না করে মন্ত্রিত্ব গেলে দিনহাটায় কেমন করে থাকবেন সেটাই চিন্তা করুন মন্ত্রী।

দুই হোম-কন্যার বিয়ে

খুশির আমেজ তিস্তাপাড়ের শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি: একদিকে সানাইয়ের সুর, অন্যদিকে মনভরানো বেনারসির শাড়িতে সাজবে দুই মেয়ে—আর সেই আনন্দেই রঙিন হয়ে উঠেছে তিস্তাপাড়ের শহর জলপাইগুড়ি। একইসঙ্গে দুটি হোমের আবাসিক কন্যার বিয়ে নিয়ে এখন উৎসবের আমেজ গোটা শহরে।

রবিবার ০৬ জুলাই সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন জলপাইগুড়ির 'নিজলয়' হোমের সোনালি ও কোণপাকরির বাসিন্দা চা-শ্রমিক সুজিত রায়। আর ৯ জুলাই পিঁড়িতে বসতে চলেছেন 'অনুভব' হোমের শ্রাবণী ও বেসরকারি সংস্থার কর্মী ঋজু। হোমেই তাঁদের মানুষ করে বড় করা হয়েছে। আইনসম্মত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই প্রশাসনের অনুমতি মিলেছে এই বিয়েগুলির জন্য।

সোনালি ২০১৭ সাল থেকে 'নিজলয়' হোমে রয়েছেন। পরিবার বলতে কেউ নেই। হোমের মধ্যেই পড়াশোনা, হাতের কাজ শিখে গড়ে উঠেছেন নিজের মতো করে। বিয়ের প্রস্তাব আসে পাত্র সুজিতের মামা নীলকমল রায়ের তরফ থেকে। তিনি বলেন, "ভাগ্নের জন্য পাত্রী খুঁজছিলাম। হোমের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তাই সোনালির খোঁজ পাই। প্রশাসনের অনুমতি পেয়ে খুব খুশি।"

হোম কর্তৃপক্ষও তৎপর এই বিয়েকে ঘিরে। এক কর্মী জানান, "মেয়ের বিয়ে বলে কথা। সানাই বাজবে, নতুন সংসার গড়বে ওরা। আনন্দ তো হবেই।"

অন্যদিকে, শ্রাবণীর বিয়ে হচ্ছে শহরের কর্মতীর্থ ভবনে। পাত্রী ছিলেন স্কুল ড্রপআউট। হোমে থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছেন। জানেন সেলাই, নকশার কাজ। পাত্র ঋজু থাকেন মায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরেই। তাঁকে বিয়ে করে নতুন জীবনে পা রাখতে চলেছেন শ্রাবণী।

'অনুভব' হোমের কো-অর্ডিনেটর দীপশ্রী রায় বলেন, "মেয়েটিকে আমরা নতুনভাবে পড়াশোনায় ফিরিয়েছি। হাতের কাজ শিখিয়ে আত্মনির্ভরও করেছি। এই বিয়ে আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।"

বিয়ের কেনাকাটা, নিমন্ত্রণপত্র বিলি, আচার অনুষ্ঠান—সবকিছু নিয়েই এখন ব্যস্ত দুই হোম। আবাসিকরা সবাই যেন পরিবারের এক একটি সদস্য। আর সেই পরিবারের সদস্যের বিয়ে মানেই আনন্দের উপলক্ষ। তাই তো দুই হোম-কন্যার নতুন জীবনের শুরুতে খুশির রঙে রঙিন তিস্তাপাড়ের শহর।

সম্পাদকীয়

কর্মনাশা বনধ

আবার একটি বনধ। স্পষ্ট ভাবেই বলতে হয় কর্মনাশা বনধ। বনধ মানে কী? কাজ-কর্ম বন্ধ। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কল-কারখানা বন্ধ। স্কুল-কলেজ বন্ধ। রাস্তায় গাড়ি চলবে না। আমাদের জেলা, রাজ্য তো বটেই, দেশের এমন অনেক মানুষ এখনও আছেন যারা, 'দিন আনি, দিন খাই'। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি দিনে যা আয় করে তা দিয়েই ওইদিনের খাবার জোগাড় করে। তার মানে কি দাঁড়াল? একদিন কাজ বন্ধ থাকা মানে ওই মানুষদের হয় আধপেটা খেতে হবে, নতুবা ঋণ করে খাবার জোগাড় করতে হবে। এ কথা কারও অজানা নয়। তা বলে গণ আন্দোলন হবে না? অবশ্যই হবে। এই বনধ শ্রমিকদের স্বার্থেই ডাকা হয়েছে বলে জানিয়ে দিয়েছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি। ইস্যুগুলিও ফলাও করে প্রচার হয়েছে। সে সব দাবি-দাওয়া মেনে নিলে শ্রমিকদের যে উপকার হবে তা নিয়ে বেশিরভাগ মানুষই একমত। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে আন্দোলনের পন্থা নিয়ে। গণ আন্দোলন হোক না, আরও জোরদার হোক। কিন্তু বনধের রাস্তায় না হাঁটা শ্রেয়।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত

ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক ঃ মিঠুন রায়

এসবিআরটি, ক্যান্সার চিকিৎসায় রেডিয়েশনের অদৃশ্য ছুরি

ডাঃ পৃথ্বীজিৎ মৈত্র (এমডি, রেডিয়েশন অঙ্কলোজি)

'ক্যান্সার' কথাটি মানুষের মধ্যে সব সময় আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং সেটাতে কিছু মাত্র অস্বাভাবিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। সত্যি তো, এমন এক রোগ যা শরীর নিজেই সৃষ্টি করছে নিজেকে ধ্বংস করার লক্ষে"। 'ধ্বংস করা' কথাটি বললে একদম ঠিক বলা হবে না কারণ শরীরের প্রতিটা কোষ যাঁদের বিভাজন হচ্ছে তাদেরও বার্ধক্য আসে এবং শরীরে নিহিত এক অমোঘ নিয়মে তারা সবাই মরণশীল। কোষের মৃত্যু এবং নতুন কোষের জন্ম-এটাই নিয়ম। কিন্তু ক্যান্সার কোষএই নিয়মের আওতায় আসে না। সে অমর, আজন্মকাল সীমাহীন ভাবে বিভাজিত হতে থাকে । এইভাবেযখন এক জায়গায় কোষগুলি ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে যায়, তখন সেখানে অক্সিজেনের অভাব তৈরি হয়। সেই সময় বাঁচবার তাগিদে কোষগুলি নিজেরাই লসিকাতন্ত্র আর রক্তবাহক শিরাধমনী তৈরি করতে থাকেআর সেগুলো দিয়ে সব জায়গায় ছড়াতে থাকে, একেই চিকিৎসার ভাষায় 'মেটাস্টাসিস' বলে। এই ধর্ম ক্যান্সার কোষের একদম নিজস্ব ধর্ম। উদ্দেশ্য একটাই, সীমাহীন লাগামছাড়া বৃদ্ধি। তাদের ক্রমাগত শক্তির জোগান দিতে গিয়ে শরীরও ভেঙে পরে। এইভাবেই ক্যান্সারের অমরত্বের তাগিদ সুস্থ শরীরকে ভীষণভাবে অসুস্থ করে তোলে।

প্রতিটা প্রাণী তাদের বিবর্তনের সময় থেকে এই রোগের সঙ্গে লড়ে চলেছে যেখানে শরীর নিজের অনাক্রম্যতা শক্তিকে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত এই অবাধ্য কোষগুলিকে তাদের জন্মলগ্নেই ধ্বংস করে চলেছে। অবিরাম সেই লড়াই। কিন্তু ক্যান্সারের কোষের আরেক অদ্ভুত ধর্ম হল যে সে ছদ্মবেশ নিতে জানে এবং শরীর যখন তাকে স্বাভাবিক কোষের থেকে আলাদা করতে পারে না সেই সুযোগটির ব্যবহার করে এই কোষগুলো একজোট হয়ে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার তৈরি করে ফেলে। একবার টিউমার তৈরি হয়ে গেলে শরীর নিজে তাকে আর সরাতে পারেনা।শরীর তখন ক্যান্সারের অধীনস্থ।

বিজ্ঞান হাজার হাজার বছর ধরে একে নির্মূল করার বিভিন্ন পন্থা বের করার চেষ্টা করে গেছে। সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে সার্জারি করে কেটে বাদ দেওয়াই ছিল একমাত্র উপায়। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবিষ্কার হল এক্স রে , তেজস্ক্রিয় মৌল আর রেডিয়েশনের যুগের পত্তন হল। একদম শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রবেশ করল কেমোথেরাপি।

সার্জারি, কেমো, রেডিয়েশন এই তিনটে অস্ত্রকে কে একসঙ্গে কাজে লাগানো শুরু হল। সময় যত এগোল, ক্যান্সারের গতি-প্রকৃতি তত পরিষ্কার হওয়া শুরু হল। ক্রমশ আমরা বুঝতে পারলাম যে, সব ক্যান্সারের নিজস্ব স্টেজ আছে, প্রথমদিকের স্টেজে থাকলে তাকে নির্মূল করা সহজ। চতুর্থ নম্বর স্টেজে ক্যান্সার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে তাকে আর সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয় না একে 'পলি মেটাস্টাসিস' দশা বলে। এই ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি আর ইম্মুনথেরাপি দিয়ে আটকে রাখা ছাড়া উপায় থাকে না।

বিগত ১০-২০ বছরের নতুন গবেষণায় এই স্টেজ ৪ এর মধ্যেও একটি নতুন রূপের সন্ধান আমরা পাই। এটাকে সাধারণ ভাষায় বোঝালে দাঁড়ায় যে এটি ক্যান্সারের এমন একটা দশা যেখানে এক অঙ্গের ক্যান্সার অন্য অঙ্গে ছড়িয়েছে কিন্তু তারা সংখ্যায় কম,এই সময় যদি আমরা বেছে বেছে প্রতিটা ছড়িয়ে পরা টিউমার গুলোকে আলাদা আলদা করে মারতে পারি রেডিয়েশন অথবা সার্জারির দ্বারা তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হবার একট ক্ষীণ আসা থেকে যায় । এটার নাম দেওয়া হয় অলিগো মেটাস্টাসিস। উদাহরণস্বরূপ আমাদের রাঙ্গাপানির মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে (মনিপাল হসপিটাল) ট্রিটমেন্ট পেয়েছে এমন দুজন রুগীর কথা এখানে বলব। গোপনীয়তার স্বার্থে ব্যাক্তিগত ও রোগসম্বন্ধীয় তথ্যের পরিবর্তন করা হয়েছে।

আমাদের প্রথম রুগী আক্রান্ত ছিলেন এক রকমের পেশির ক্যান্সারে সেই রোগটিকে অপারেশন করে তারপর অপারেশনের জায়গায় রেডিয়েশন দেওয়া হয় যাতে রোগ সেখানে ফিরে না আসে।এটি ছিল তার প্রাথমিক চিকিৎসা। এই ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ হওয়ার ১০ মাস পর রুটিন ফলো আপের সময় সিটি স্ক্যানে হঠাৎ ধরা পরে যে তার ফুসফুসে একটি ছোট সন্দেহজনক টিউমার, যা বায়প্সি করে প্রমাণিত হয় যে পুরনো রোগটাই ফিরে এসেছে। তার মানে তার মূল ক্যান্সার রক্তের মাধ্যমে ১০ মাস পর ফুসফুসে এসে দানা বেঁধেছে এবং বাড়ছে। ওনার রোগ এখন চতুর্থ স্টেজের এবং আগেকার ধ্যানধারণা অনুযায়ী এই মুহূর্তে আর সুস্থ করে তোলার প্রশ্ন আসত না এবং রোগ আটকে রাখতে কেমোথেরাপিই শেষ উপায়হত। কিন্তু আধুনিক ধারনা অনুযায়ী এটা অলিগোমেটাস্টাসিস দশা এবং এখানে ঐ বুকের রোগটাকে যদি কোনভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া যায় তবে সারিয়ে তোলার একটা ক্ষীণ সুযোগ পাওয়া যাবে। ওনার বয়স অনেক বেশী হওয়ায় ফুসফুসের সার্জারির প্রশ্নই আসে না,পড়ে রইল রেডিয়েশন। এখানে একটা বিষয় বলার যে ১০মাস আগে ওনার প্রথম রেডিয়েশনটি কয়েক সপ্তাহব্যাপী দেওয়া হয়ছিল, এই ধরণের রেডিয়েশনকে কনভেনশনাল রেডিয়েশন বলে। ঐ ধরণের রেডিয়েশন তার এই মুহূর্তে ফুসফুসের রোগ নির্মূল করতে যথেষ্ট ছিল না কারণ তার জন্য আরও অনেক বেশী রেডিয়েশন ডোজ দরকার। তাই যে রেডিয়েশন এইবার প্ল্যান করা হল সেটা দেওয়া হল মাত্র এক সপ্তাহে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডেলিভার করা এই এক একটা রেডিয়েশন খুব হাই ডোজের এবং খুবই নিখুঁতভাবেটার্গেট করা হয়। একে SBRT বলে, Stereotactic Body Radiotherapy-।SBRT এর কাজ করবার ধরণ সপ্তাহব্যাপী চলা কনভেনশনাল রেডিয়েশনের থেকে অনেকটাই আলাদা। উক্ত রুগী এখন ট্রিটমেন্টের পরে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া গত ৪ মাস সম্পূর্ণ সুস্থ এবং রোগমুক্ত এবং স্টেজ ৪ হলেও ওনার এই মুহূর্তে কেমোথেরাপির দরকার হল না।

সেই রকম আমাদের দ্বিতীয় রুগী যিনি গলার একটি অংশের ক্যান্সার নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন। একদম শুরুতেই আমরা স্ক্যানের মাধ্যমে জানতে পারি যে রোগটি দূরের একটি হাড়েও ছড়িয়ে রয়েছে। মানে একদম শুরু থেকেই উনি অন্তিম স্টেজ ৪ ক্যান্সারে আক্রান্ত। অলিগো মেটাস্টাটিক পর্যায়ের রোগ বলেআমরা গলার ক্যান্সারকে নিয়ম মেনে ৭ সপ্তাহের রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট করি কেমোথেরাপির সাথে এবং হাড়ের ক্যান্সারটিকে ১ সপ্তাহের SBRT রেডিয়েশন দেওয়া হয়। আজ ওনার ট্রিটমেন্ট শেষ হওয়ার ৬ মাস অতিক্রান্ত এবং এই মুহূর্তে রোগের কোন চিহ্ন ওনার শরীরে নেই এবং উনি রুটিন ফলোআপে আছেন।

এই SBRT শুধু এক-দু সপ্তাহেই যে দেওয়া হয় তা নয়, কিছু ক্ষেত্রে SBRT একদিনে একটিমাত্র রেডিয়েশনেও দেওয়া সম্ভব এবং সেটি সার্জারির অনুরূপ বলেই তাকে রেডিওসার্জারি বলা হয়ে থাকে। কিছু কিছু চতুর্থ স্টেজের ক্যান্সারে ইম্মুনথেরাপির সাথে SBRT একসঙ্গে দিলে ভীষণ ভালো কাজ করে বলেও প্রমাণিত। সেই রকম একটি রোগ হল ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা। এই রোগে এমন ও দেখা গেছে যে ছড়িয়ে যাওয়া কোন একটি টিউমারকে SBRT দিয়ে যদি মারা যায় তার ফলে শুধু সেই টিউমারটি নির্মূল হয় না, শরীরের অন্যত্র থাকা আর একটি একি রকম টিউমার,যাকে রেডিয়েশন দেওয়াই হয় নি,সেটিও নির্মূল হয়ে যায়। একে আবস্কপাল এফেক্ট বলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক এই বিস্ময়রেডিয়েশন টেকনিক, SBRT, তার সারিয়ে তোলবার ক্ষমতা আরও নতুন নতুন ক্যান্সারে প্রমাণ করে চলেছে। শুধুমাত্র যে চতুর্থ স্টেজ ক্যান্সারই নয়,এখন অনেক ক্যান্সার যেমন প্রস্টেট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে শুরুরদিকের স্টেজেই SBRT র অবদান প্রমাণিত। বয়স্ক মানুষের শুরুর স্টেজের ফুসফুসের ক্যান্সার যা সার্জারি করে বের করা সম্ভবপর হয়না সেইখানে SBRT শুধু কার্যকরীই নয় সার্জারির বিকল্পও বটে।

Stereotactic body radiotherapy (SBRT) আমাদের রেডিয়েশন ট্রিটমেন্টের এমন এক অত্যাধুনিক উপায় যেখানে অদৃশ্য এক্স-রশ্মি দিয়ে সার্জিকাল ছুরির মতএকবার প্রয়োগ অথবা মাত্র কয়েকবার প্রয়োগ করেই খুবই অল্প সময়ে শরীরে কোনরূপ কাঁটাছেঁড়া ছাড়াই ,অনুভূতি ছাড়াই ন্যুন্নতম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় টিউমারকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে সক্ষম যেখানে থাকে না সপ্তাহব্যাপী লম্বা ট্রিটমেন্টের মানসিক আর শারীরিক ধকল। নিখুঁত এই ট্রিটমেন্ট কিছু বিশেষ ক্যান্সারে অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা নিপুণতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলেই তবেই তার পূর্ণতা আর সফলতা আশা করা সম্ভব।

মোড়ক

---- রূপালী ঘোষ রায়

মেয়েটিকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলো টিউলিপ ম্যাডাম। একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চেনা ঠেকছে বটে , তবে এ সেই মেয়েটি হতেই পারে না। টিউলিপের এক প্রিয় ছাত্রী ছিল, মেয়েটির মুখটা সেই আদলে । সেই ছাত্রীটি পড়াশোনায় ভালো , ভদ্র , নম্র স্বভাবের। সবচেয়ে বড় কথা একেবারেই সাদামাটা ছিল ।ওর বয়সী মেয়েরা যখন পরিপাটি করে সাজতে আগ্রহী, ও তখন রোজ একরকমভাবে চুল বেঁধে আসতো।

মেয়েটি নমস্কার করে বললো , " চিনতে পারলেন না ম্যাম ?" টিউলিপ ম্যাম শব্দটা শুনে থেমে গেলো , ছাত্রী তো বটেই যেভাবে ডাকলো। আমতা আমতা করে বললো, " হ্যাঁ, চেনা চেনা লাগছে বটে তবে ....।" চটপটে উত্তর দিলো মেয়েটি , " তবে ঠিক চিনতে পারছি না , তাই তো ,? আমি আপনার প্রিয় ছাত্রী অনুষ্কা। "

টিউলিপ ম্যাডামের আকাশ থেকে পড়ার দশা, এত পরিবর্তন! অনুষ্কা এখন চাকরি করে। সরকারি নয় , বেসরকারি। পাশাপাশি অনেক কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। সে রকম একটা বিষয়ে সাহায্য চাইতেই সে এসেছে। টিউলিপ বললো ," বেশ আমিও থাকবো।এখন তো আমার সময় আছে, থাকাই যায়।"

একটু গম্ভীর হয়ে ম্লান হেসে বললো অনুষ্কা, " ম্যাম , আমার নাম এখন আন্নুসি। আপনি শুনে বলবেন অত ভালো অর্থপূর্ণ নামটাকে কেন বদলেছি ? এটাই যুগের নিয়ম। তো , আপনি তেমন হয়ে উঠতে পারেন নি। আপনার মতো সোজা পথে চলতে চাওয়া, সৎ থাকতে চাওয়া মানুষগুলো আর প্রয়োজন নেই। ভীষন রকমভাবে বদলে যেতে হবে , বাইরে থেকে ও ভেতর থেকে। দেন আপনি সারভাইভ করতে পারবেন। ঘরে লবণ ভাত খেলেও বাইরে কিন্তু ঠাটবাট বজায় রেখেই চলতে হবে। সিম্প্লিসিটি এন্ড অনেস্টি কথাটা একেবারেই বাদ দিতে হবে। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে তবুও বলছি এ যুগে আপনি বেমানান।"

আন্নুসকে নিরাশ করে না টিউলিপ। আন্নুস খুশি হয়ে চলে যায়। ম্যামের জন্য একটা গিফট এনেছে সে। টিউলিপ প্যাকেটটা দেখেই খুশি। এত সুন্দর করে প্যাক করা, বাইরেটা দেখেই মন ভরে যাচ্ছে। ইচ্ছেই করছে না প্যাকেটকা খুলে সাজসজ্জাটা নষ্ট করার। তবে দেখতে তো হবেই তার প্রিয় ছাত্রী কি দিয়ে গেলো তাকে ?

খুব সাবধানে প্যাকেট খোলে টিউলিপ। ভেতরে আরো একটা প্যাকেট। সেটাও খোলে । তারপর আরো একটা। সেটাও খোলে। তারপর আরো একটা ।এবার রাগ ওঠে টিউলিপের, এ যেন বৌভাতে বন্ধুদের করা শয়তানি । এত প্যাকেট করার দরকার কি ? শেষ প্যাকেটটা খুলতে গিয়ে বিরক্তিই লাগে তার, আগ্রহ হারিয়ে যায়। শেষমেষ বেরিয়ে আসে উপহার, একটা শুভেচ্ছাবার্তা খুব সাদামাটা ভাবে লেখা তাতে, " আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ম্যাম জানি এতক্ষণে আপনি ধৈর্য্য হারিয়েছেন। কিন্তু এটাও জানি উপহারের প্যাকেটটা আপনার মনে লেগে থাকবে। আপনি বদলাতে পারেননি সময়ের সাথে সাথে, এটাই আপনার ব্যর্থতা। জানবেন "যাঁরা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তাঁরা।" কবির এই কথাই এ জগতের মূলমন্ত্র। ভেতরে কেউ দেখে না, সময় নেই। বাইরেটাই দেখে । নিজেকে বদলে ফেলুন, ভালো থাকুন। প্রণাম জানবেন। ইতি -

"আন্নুসি।"

আষাঢ়ের মেঘ জমা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো টিউলিপ, ঘনমেঘটা কালো ঠিক নয়। সেভাবে দেখতে হলে বলতে হয় ডিপ এ্যাশ উইথ গ্রে কালারের একটা রঙ। একটা কোকিল অবিশ্রান্ত ভাবে কুহুতান ধরেছে । আশ্চর্য তো! প্রকৃতিও বদলে যেতে জানে, শুধু সেইই একা একরকম একঘেয়ে !

দীনবন্ধু মঞ্চে

'বিজয়ার পরে'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আবার শুরু হয়েছে নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তির প্রজেকশন সিস্টেম বসানোর পর নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে এই ঐতিহ্যবাহী মঞ্চ। এবার শহরেরই নির্মিত এবং দেশ-বিদেশে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত ছবি 'বিজয়ার পরে' প্রদর্শিত হতে চলেছে দীনবন্ধু মঞ্চে। ১১ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন প্রদর্শিত হবে এই ছবি। প্রতিদিন দুটো করে শো চলবে। সময় বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টা।

হলের কাউন্টারে টিকিট পাওয়া যাবে। পাশাপাশি রয়েছে অগ্রিম টিকিট সংগ্রহেরও সুযোগ। ছবিটির নির্মাতাদের তরফে জানানো হয়েছে, "যদিও 'বিজয়ার পরে' একাধিক আন্তর্জাতিক ফেস্টিভ্যালে প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু নিজ শহরের সহনাগরিকদের সামনে পূর্ণাঙ্গভাবে ছবিটি উপস্থাপন করতে না পারার একটা আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল। প্রথমবার ছবিটি খুবই সীমিতভাবে, বাইরে থেকে আনা প্রজেকশন সিস্টেমে একবারের জন্য দেখানো সম্ভব হয়েছিল। এবার দীনবন্ধু মঞ্চে স্থায়ী আধুনিক প্রজেকশন সিস্টেম বসানো হয়েছে। এর ফলে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত যে, এবার শহরের মানুষ ছবিটি নিয়মিতভাবে উপভোগ করতে পারবেন।" উল্লেখ্য, 'বিজয়ার পরে' ছবিটি এই শহরেরই পরিচালকের নির্মাণ এবং স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে তৈরি। ফলে এই প্রদর্শনী শুধুমাত্র চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য নয়, বরং সমগ্র শিলিগুড়িবাসীর কাছে এক গর্বের মুহূর্ত বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ছায়া

সুভান

আরও একবার নিজের অন্ধকারে
এসে,
দাঁড়ালে তুমি, ছায়াহীন...

মুহূর্তরা ভিড় করে আসে।
স্মৃতি কি ভীষণ কালো।

আর আলো যেন আলেয়ার খেলা,
তবু সন্ধ্যার আগে বিদায় লিখে
রাখে।

তোমাকেও দেখেছি চাঁদের নীচে,
ছায়াদের পিছু যেতে নেই...
আলো নিভে গেলে
কেউ থাকে না কোথাও...

নিশ্চিহ্ন

দুর্গাশ্রী

এখন অট্টালিকায় চড়ুই বাসা বানায় না
তাদের বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে
যান্ত্রিকতা নিশ্চিহ্ন করেছে তাদের পালক
বিশ্বাসের আঁচেই বেঁচে থাকে সম্পর্ক
তাতে সুতো বুনে চলে প্রেম...

কোচবিহারের ইতিহাসের এক অনুচ্চারিত অধ্যায়ে আলো ফেলল 'রাজনগর কোচবিহার'

গত ২১ জুন, শনিবার কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়েছে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য রচিত প্রথম গ্রন্থ "রাজনগর কোচবিহার: একটি করদ মিত্র রাজ্য থেকে অবহেলিত জেলার অন্য ইতিহাস"। বর্ষীয়ান এই সাংবাদিকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের কোচবিহারের এক অনালোচিত ও প্রান্তিক ইতিহাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী ও সাহিত্য অনুরাগীরা। গ্রন্থটিতে রাজা-মহারাজার প্রশাসনিক বিবরণ ছাড়াও স্থান পেয়েছে শহরের প্রান্তবাসী সাধারণ মানুষের জীবনচর্চা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, নাট্যচর্চা, লোকগান, নৃত্য ও খেলাধুলা। লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে সমসাময়িক রাজনীতির আবহ, হারিয়ে যাওয়া বহু অনামী প্রাণবন্ত মানুষের জীবনগাথা এবং আত্মজনদের স্মৃতিচারণ। এই গ্রন্থ শুধু ইতিহাসপ্রেমীদের জন্য নয়, বরং যেকোনো পাঠকের কাছেই হয়ে উঠতে পারে এক আবেগঘন স্মৃতির ভ্রমণ।

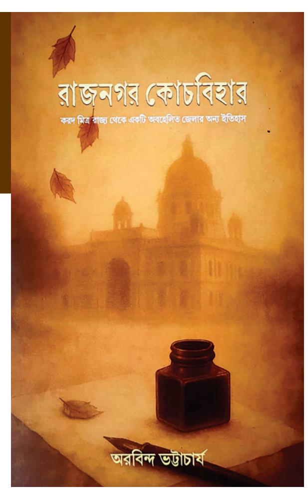

এসএসসি নিয়োগে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,

কলকাতা: এসএসসি-র নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ঘিরে জটিলতা আরও এক ধাপ এগোল। কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশই চূড়ান্ত। তাই সেই নির্দেশ মেনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলবে।

সোমবার, ৭ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এসএসসি-র ৩০ মে ২০২৫-এ প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মামলার শুনানি করেন। সেখানেই তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশই চূড়ান্ত। সেই নির্দেশকে সম্মান জানিয়েই নিয়োগ করতে হবে।" উল্লেখযোগ্যভাবে, শীর্ষ আদালতের রায়ে এর আগে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছিল।

এই প্রেক্ষিতেই নতুন করে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এসএসসি। তবে সেই বিজ্ঞপ্তিকেও এদিন বদল করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।

আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যদের বাদ দিয়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সংগঠিত করতে হবে। এমনকি যদি কোনও অযোগ্য প্রার্থী ইতিমধ্যেই আবেদন করে থাকেন, সেক্ষেত্রেও তার আবেদন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

একইসঙ্গে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিও সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। চিহ্নিত অযোগ্যদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে রাখার নির্দেশ আরও একবার উচ্চকণ্ঠে পুনর্ব্যক্ত হয়েছে আদালতের তরফে।

বিচারপতির এই নির্দেশের পর এসএসসি-র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আরও এক ধাপ স্পষ্টতা এল বলেই মনে করছেন শিক্ষা মহলের একাংশ। এখন দেখার, এসএসসি কত দ্রুত নির্দেশ পালনে পদক্ষেপ করে।

রাজবাড়ির আদলে সেজে উঠছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,

জলপাইগুড়ি: আধুনিক পরিকাঠামো ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে নতুন রূপ পেতে চলেছে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন। রাজবাড়ির আদলে স্টেশন গড়ে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হবে বলে জানালেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। সোমবার, ৭ জুলাই রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে স্টেশন পরিদর্শনের পর এমনটাই ঘোষণা করেন তিনি।

'অমৃত ভারত' প্রকল্পে প্রায় ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। সাংসদ জানান, স্টেশনের মূল গেট নির্মিত হবে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির গেটের আদলে। পাশাপাশি, শহরের বরেণ্য মানুষদের ছবি স্থান পাবে স্টেশনের গায়ে, যা শহরের ইতিহাস ও গর্বের সঙ্গে যাত্রীদের সংযোগ ঘটাবে।

বর্তমানে এই স্টেশনের উপর দিয়ে দিনে ১৭ জোড়া ট্রেন এবং একটি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করে। যাত্রী ও ট্রেনের চাপ বাড়বে ধরেই স্টেশনে একটি নতুন পিট লাইন তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। একইসঙ্গে এখানে সাইডিং-এর ব্যবস্থাও করা হচ্ছে, যাতে পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজও চালানো সম্ভব হয়।

স্টেশন সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় রেলগেটের সমস্যার সমাধানে রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে বলে জানান সাংসদ। তবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের তরফে 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) প্রয়োজন। রেলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই রাজ্যের কাছে এনওসি চাওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিন সাংসদ নিউ মাল ও ধূপগুড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন রেলের আধিকারিকদের। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের এই রূপান্তর শহরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সেতুবন্ধন ঘটাবে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

১৫ হাজার টন আম উৎপাদনের রেকর্ড নদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি

কৃষ্ণনগর: সুগন্ধে মুগ্ধ করে, স্বাদে করে মন্ত্রমুগ্ধ—নদিয়া জেলার গর্ব 'আম্রপালি' আম এ বছর উৎপাদনে ছুঁয়েছে নতুন মাত্রা। জেলার প্রায় ১,০০০ হেক্টর জমিতে চাষ হওয়া এই বাণিজ্যিক আমের জাত থেকে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টন আম। উদ্যানপালন বিভাগের হিসাব বলছে, প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ১৫ টন, যা রাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ।

তবে এই রসালো স্বাদ আর মধুর সুবাসের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল প্রায় পাঁচ দশক আগে। সালটা ১৯৭১। দিল্লির ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ সেন্টারে কর্মরত বাঙালি বিজ্ঞানী পীযূষকান্তি মজুমদার সংকরায়নের মাধ্যমে দশেরি ও নিলম জাতের সংমিশ্রণে এক নতুন আমের জাত উদ্ভাবন করেন—'আম্রপালি'। নদিয়া জেলা সেই নতুন জাতের প্রথম ট্রায়ালভূমি। চাকদহ ও কৃষ্ণনগরের মাটিতে প্রথমবার রোপণ করা হয় আম্রপালির চারা। আশাব্যঞ্জক ফলন মেলে। তবে পাকাপাকি চাষ শুরু হয় একুশ শতকের গোড়ার দিকে।

বিগত ২৫ বছর ধরে নদিয়ায় আম্রপালির চাষ ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। জেলার ছয়ভাগের একভাগ জমিতেই এখন আম্রপালি আমের গাছ। উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিক হৃষিকেশ খাড়া বলেন, "চাষিদের মধ্যে এই আম নিয়ে উৎসাহ রয়েছে। কারণ এই আম চাষে লাভ বেশি, খরচ তুলনায় কম।"

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, আম্রপালি গাছে ধরতে কিছুটা সময় নেয়, ফলে বাজারে আসে তুলনায় দেরিতে। কিন্তু সেই দেরিই চাষিদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। মৌসুমের শেষে বাজারে যখন অন্যান্য আমের জোগান কমে যায়, তখন আম্রপালির রসালো মিষ্টি স্বাদ মেটায় চাহিদা—চাষিরা পান বাড়তি দাম।

শুধু স্বাদেই নয়, পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ আম্রপালি। আঁশবিহীন টেক্সচারে মসৃণ, গাঢ় কমলা থেকে লালচে রঙের এই আমে অন্যান্য জাতের তুলনায় ২.৫ থেকে ৩ গুণ বেশি বিটা ক্যারোটিন থাকে। ফলে এটি শুধু সুস্বাদু নয়, স্বাস্থ্যসম্মতও।

এই আমের নামকরণও এক কিংবদন্তির স্মরণে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বৈশালী নগরের এক আমবাগানে জন্ম নেওয়া অপূর্ব রূপবতী, বুদ্ধদেবের অন্যতম শিষ্যা, কাব্য-সংগীত-নৃত্যে পারদর্শিনী 'আম্রপালি'র নামেই এই আধুনিক আমের জাতের নামকরণ।

রস, রূপ, ইতিহাস আর পুষ্টির মেলবন্ধন যেন নামেই জড়ানো—আম্রপালি। আর নদিয়া আজ তা তুলে ধরছে হাজার হাজার টনের স্বাদে।

স্বাধীনতার ৭৮ বছর

অবশেষে বিদ্যুৎ পেল সীমান্তবর্তী ৫৭ টি পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি,

দিনহাটা: স্বাধীনতার ৭৮ বছরে এবারই প্রথম বিদ্যুতের আলো দেখল, দিনহাটার গিতালদহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী এলাকার ৫৭ টি পরিবার।

শাহরুখ খানের 'স্বদেশ' সিনেমায় সেই চরণপুরের কথা মনে আছে? যাঁরা সেই সিনেমা দেখেছেন, জীবনে প্রথমবার বৈদ্যুতিক আলো দেখার অনুভূতি কেমন তা পরিষ্কার উপলব্ধি করেছেন। দিনহাটা-১ ব্লকের খারিজা হরিদাস ও কোনামুক্তা গ্রামও এবারে একই অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় আট দশকেও এই দুই গ্রাম বিদ্যুৎ পরিষেবা দেখেনি। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সেই আলো দেখল গ্রামবাসীরা। সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে বিদ্যুতের তার

সোজা পৌঁছে গিয়েছে কাঁটাতারের অপর প্রান্তে থাকা ভারতীয়দের বাড়িতে, আর তাতেই তাদের মুখে হাজার ওয়াটের হাসি ঝলমল।

সোমবার গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আশাদুল হকের কথায় কাঁটাতারের ওপারে থাকা বাসিন্দারা ভারতীয় হয়েও ন্যূনতম সুযোগসুবিধা পান না। বিশেষ করে বিদ্যুৎ পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ এক পরিষেবা থেকে তাঁরা এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। সমস্যা মেটাতে তারা গত পাঁচ বছর ধরে বিএসএফ, বিডিও, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে দিনের পর দিন ধরে আলোচনা করেছেন। সবার মিলিত উদ্যোগেই এবারে খারিজা হরিদাস ও কোনামুক্তা গ্রামে বিদ্যুৎবাহী তার পৌঁছে গিয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 'বিদ্যুৎবাহী তারের জন্য তাদের কাঁটাতারের ওপারে মোট পাঁচটি খুঁটি বসাতে হয়েছে। নদীর ওপর দিয়েও বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' দিনহাটা- ১ ব্লকের গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। এখানকার অধিকাংশ গ্রাম কাঁটাতারের ওপারে রয়েছে। সীমান্তবর্তী অন্য এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ থাকলেও খারিজা হরিদাস ও কোনামুক্তা গ্রামে সেই পরিষেবা কোনওদিন পৌঁছায়নি। তবে এবারে পরিস্থিতির বদল হওয়ায় সবাই খুশি।

পেভার ব্লক রাস্তা নির্মাণের শুভ সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা

দিনহাটা: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ আজ সোমবার দুপুরে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের কিসামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটি নতুন পেভার ব্লক রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেন। এই রাস্তা দুটি স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রথম রাস্তাটি মোক্তারের বাড়ি হাসপাতাল মোড় থেকে মুকুল বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত ১৮৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের হবে। দ্বিতীয় রাস্তাটি

দক্ষিণ কিসামত এম.পি স্কুল থেকে অমর বর্মনের বাড়ি পর্যন্ত ১৬৩০ মিটার দৈর্ঘ্যে নির্মিত হবে।

মন্ত্রী উদয়ন গুহ জানান এই নির্মাণকাজ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন এই রাস্তা দুটি স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত সহজ করবে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার করবে।

এদিন এই দুটি রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কিসামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রিংকু রায় বর্মন, তৃণমূলের কিসামত দশগ্রাম অঞ্চল সভাপতি অর্জুন বর্মন ছাড়াও বিশিষ্টজনেরা।

বিশ্বমঞ্চে দিনহাটার গর্ব, ৪x৪০০ মিটার দৌড়ে ভারতের হয়ে ব্রোঞ্জ জয় করলেন সৌরভ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি

দিনহাটা, কোচবিহার: বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে ভারতের পতাকা উঁচু করে ধরলেন দিনহাটার সন্তান সৌরভ সাহা। ২১তম বিশ্ব পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৫-এ ভারতের হয়ে অংশ নিয়ে ৪x৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন তিনি। প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা প্রদেশের বার্মিংহ্যাম শহরে, গত শুক্রবার চৌঠা জুলাই।

এই দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় হয়েছে ব্রাজিল এবং তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে ভারত। ভারতের পক্ষে এই রিলেতে গুরুত্বপূর্ণ দৌড়বিদ হিসাবে অংশ নিয়েছিলেন বিএসএফ কর্মী সৌরভ সাহা।

নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে সৌরভ জানান, "দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে গর্বের। পদক জিতে ভারতের জন্য কিছু করতে পারা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এই পদক আমি উৎসর্গ করছি আমার পরিবার, বিদ্যালয়, প্রশিক্ষক ও দিনহাটা শহরকে।"

গোপালনগর এমএমএস উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌরভের দৌড়ের গল্প শুরু হয় স্কুল জীবনে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য অনুশীলন করতে গিয়ে দিনের শুরুতেই তাঁকে চিনে নেন ক্রীড়া প্রশিক্ষক চন্দন সেনগুপ্ত।

চন্দনবাবুর কথায়, "ওর দৌড়ে আলাদা জেদ ছিল। আমি বুঝেছিলাম, এই ছেলে একদিন দেশের নাম উজ্জ্বল করবেই। আজ আমি গর্বিত।"

এরপর শিলিগুড়ির সাঁই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ এবং খেলার কোটায় বিএসএফে চাকরি পাওয়ার পর সৌরভের ক্রীড়াজীবনের নবযাত্রা শুরু হয়। অল ইন্ডিয়া পুলিশ প্রতিযোগিতায় ২০২৩ সালে রৌপ্য পদক ও ২০২৪ সালে সোনার পদক জিতে নিজের জায়গা পাকা করেন তিনি। এবার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জিতে প্রমাণ করলেন নিজের দক্ষতা।

সৌরভের এই সাফল্যে দিনহাটার ক্রীড়াঙ্গন ও সাধারণ মানুষ গর্বিত। অনেকেই বলছেন, "সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেও বিশ্বমঞ্চে নিজের জায়গা তৈরি করা যায়, সৌরভ তার উজ্জ্বল উদাহরণ।"

কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থা

ইয়জো কাপে বিজয়ীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থা পরিচালনায় গত ২২শে জুন রবিবার দিনহাটা সেন্টম্যারিজ স্কুলে ইয়জো কাপ একটি ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিযোগিতায় কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় যে সকল প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীরা সফল হন তাদের গোল্ড মেডেল ও সিলভার মেডেল দিয়ে ভূষিত করা হয়।

কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ৬ই জুলাই রবিবার রাজবাড়ী স্টেডিয়ামে এই সকল প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দত্ত। সুব্রত বাবু বলেন সুস্থ ও সবল থাকার জন্য খেলাধুলা করতে হবে, বিশেষত এই ক্যারাটে একদিকে যেমন শারীরিক ভাবে নিজেকে শক্ত রাখে অপরদিকে নিজের সেলফ ডিফেন্সও করতে শেখায়, তাই বর্তমানে ক্যারাটে শেখা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে কোচবিহার জেলা ক্যারাটে ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক ও ক্যারাটে সভাপতি বিশু রায় জানান আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দিনহাটায় ইয়জো কাপে অংশগ্রহণ করে সোনার এবং রুপোর পদক পেয়েছে। তাই আমরা তাদের সম্বর্ধনা জানালাম। তিনি সকলকে আবেদন জানান ক্যারাটেকে নিজের জীবনের অংশ করে নেওয়ার জন্য। অপরদিকে অভিভাবকরাও জানান ছোট-ছোট বাচ্চারা এইভাবে সম্বর্ধিত হলে এই খেলার প্রতি তারা আরো উৎসাহিত হবে আরো অনুপ্রেরণা পাবে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

নরেন্দ্রনাথকে ৬-১ গোলে হারাল বান্ধব সংঘ

শুক্রবার (০৪/০৭/২০২৫) মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌড়চন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের গ্রুপ 'এ'-র এক ম্যাচে বান্ধব সংঘ ৬-১ গোলে পরাজিত করেছে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে বান্ধব সংঘের বিকু থাপা ও গৌরব তামাং দুটি করে গোল করেন। দলের বাকি দুই গোলের স্কোরার ছিলেন সোহিত থিং ও টিকাদাস রাই। তবে খেলার শুরুতেই, মাত্র ২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে নরেন্দ্রনাথ ক্লাবকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অমিত রায়। কিন্তু এরপর থেকে পুরো ম্যাচে প্রাধান্য বজায় রেখে দারুণ খেলেছে বান্ধব সংঘ। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত বান্ধব সংঘের জন খাতি পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

বিশ্বজিতের হ্যাটট্রিকে ৭-০ জয় ধলপলের

মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে বুধবার ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ৭-০ গোলে পরাজিত করেছে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবকে। ম্যাচের সেরা বিশ্বজিৎদাস হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল করেন অলোক মোদক। বাকি দুই গোল জয় গোস্বামী ও শংকর দাসের।

ড্র জেনকিন্স সুপার লিগের ফুটবল ম্যাচ

জেনকিন্স সুপার লিগের ফুটবল ম্যাচে বুধবার ২০২৫ ও ২০১৬ ব্যাচের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। ২০২৫ ব্যাচের হয়ে গোল করেন নিহার রায় এবং '১৬ ব্যাচের হয়ে গোল করেন সৌমিক ধর। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় সৌমিক ধর।

২০ জুলাই থেকে শুরু ফুটবল সামার কাপ

চিলোনি স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে এবং চিলোনি ফুটবল ক্লাবের সহযোগিতায় ২০ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ১৬ দলীয় সামার কাপ নকআউট ফুটবল। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, এই টুর্নামেন্টটি চলবে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত এবং খেলা অনুষ্ঠিত হবে মাটিয়ালি ব্লকের চিলোনি চা বাগানের ভাদু ময়দানে। পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

সেমিফাইনালে উঠল মালবাজার

ইয়ুথ ক্লাবের নক আউট নৈশ ফুটবলে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে মালবাজার এফসি। আনন্দনগর খেলার মাঠে মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে পরাজিত করেছে জলপাইগুড়ি ঘোষ ব্রাদার্সকে। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ময়নাগুড়ি স্টেশন মোড় বজরঙ্গি বনাম ময়নাগুড়ি রোড গোপাল একাদশ।

মণীশের গোলে জয়ী স্পোর্টিং

মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌড়চন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে বৃহস্পতিবার (১০/০৭/২০২৫) অগ্রগামী সংঘকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১১ মিনিটেই স্পোর্টিং ইউনিয়নকে এগিয়ে দেন ম্যাচের সেরা মণীশ কাচুয়া।

জয় শিবাজির

জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে বৃহস্পতিবার (১০/০৭/২০২৫) অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়েছে শিবাজি সংঘ। রায়গঞ্জ ক্রীড়াঙ্গনে গোল করেন শিবাজির ভীম হেমরম ও মঙ্গল মূর্মু। অরবিন্দর গোলটি অজিত কিস্কুর। ম্যাচের সেরা শিবাজির বিপ্লব বেদিয়া।

ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলবেন মুজনাই চা বাগানের অন্তেশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি

সংবাদদাতা, মাদারিহাট: সবুজ চা গাছের ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা হাওয়া আর বাগানের মাটিতে জন্ম নেওয়া এক স্বপ্ন—এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আজ গর্বিত মুজনাই চা বাগান। কারণ এই বাগান থেকেই উঠে আসা অন্তেশিয়া ওরাওঁ এখন ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে মাঠ কাঁপানোর জন্য তৈরি। কলকাতার নামী ক্লাবের সিনিয়র মহিলা দলের হয়ে খেলবেন মুজনাইয়ের রাজেন ওরাওঁয়ের ছোট মেয়ে।

বাবা দিনমজুর, মা চা বাগানের শ্রমিক। অর্থাভাব, অনাগ্রহ, সমাজের চাপ—সব কিছুকে পিছনে ফেলে ২০১৭ সালে ফুটবলে হাতেখড়ি নেন অন্তেশিয়া। বলছিলেন, "আমার বৌদিও ফুটবল খেলতেন। বুট না থাকায় ওঁরটাই পরে প্রথম মাঠে নামি। প্রথমে কেউই রাজি ছিলেন না, কিন্তু আমি খেলা ছাড়িনি।"

সেই শুরু। এরপর ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে পুদুচেরির সেলটিক কুইন্স ক্লাবের হয়ে খেলেছেন বেঙ্গালুরুতে। ২০২৩ সালে গিয়ে গোয়ায় এআইএফএফ-এর ডি লাইসেন্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন। কলকাতার গয়েশপুর স্পোর্টস ফুটবল অ্যাকাডেমির হয়ে এবং সাদার্ন সমিতির হয়ে কন্যাশ্রী কাপেও খেলেছেন তিনি।

এই সবকিছুর নেপথ্যে রয়েছেন গয়েশপুর অ্যাকাডেমির কর্ণধার অমৃত দাস। তাঁর অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করে অন্তেশিয়া বলেন, "আমার জীবনে এই জায়গায় পৌঁছনোর পেছনে অমৃত দাদার ভূমিকা অনেক।"

তাঁর ফুটবল-ভালোবাসার মূল প্রেরণা ছিলেন আর এক চা বাগানের মেয়ে, অঞ্জু তামাং—বর্তমানে জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য। সেই অঞ্জুকে দেখেই অন্তেশিয়ার মনে জেগেছিল দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন। বলছেন, "আমার লক্ষ্য ছিল কলকাতায় খেলব। এখন স্বপ্ন আরও বড়—দেশের হয়ে খেলা। মা-বাবার কষ্ট দূর করতে চাই।"

ইস্টবেঙ্গলের কোচ অ্যান্টনি আন্দ্রুজের অধীনে ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করেছেন অন্তেশিয়া। মিডফিল্ডার হিসেবে খেললেও কোথায় তাঁকে ব্যবহার করবেন, তা এখনও স্থির নয়। তবে প্রথম একাদশে জায়গা করে নেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

মুজনাই চা বাগানের আর এক কৃতী সন্তান, বর্তমানে ডব্লিউবিসিএস অফিসার শক্তি বরা বলেন, "অঞ্জুর মতোই অন্তেশিয়া আমাদের গর্ব। ও যেন দেশের হয়ে খেলে, এটাই চাওয়া।"

মুজনাই চা বাগানের সরু পথ এখন যেন স্বপ্নের পথে পরিণত হয়েছে। অন্তেশিয়ার পায়ে থাকা বুট শুধু একটি মেয়ের নয়, বরং গোটা অঞ্চলের জেদ আর জয়ের প্রতীক। তাঁর দৌড় থামবে না, বরং ছুটবে—দেশের জার্সির দিকে, গর্বের দিকে।

সেমিফাইনালে বামনহাট

দিনহাটা: চৌধুরিহাট বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে আয়োজিত ৮ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে বৃহস্পতিবার ,১০ ই জুলাই অনুষ্ঠিত প্রথম রাউন্ডের খেলায় চমকপ্রদ পারফরম্যান্স দেখাল বামনহাট উচ্চ বিদ্যালয়। সালমারা হাই স্কুলকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল তারা।

খেলার মাঠজুড়ে ছিল চৌধুরিহাটের ছাত্রছাত্রী ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের ভিড়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরাও এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্ল্যাটিনাম জুবিলির স্মারক হিসেবে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট চিরস্মরণীয় করে রাখতেই এই আয়োজন।

আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনে সেমিফাইনাল ও ফাইনালের ম্যাচগুলিতেও থাকছে আকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

মনোজিতের হ্যাটট্রিকে দিশার জয়

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফির প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে দুর্দান্ত জয় পেল দিশা ক্লাব অ্যান্ড ফুটবল অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার, ১০ই জুলাই কোচবিহার স্টেডিয়ামে তারা ৩-০ গোলে পরাজিত করল মহিষবাথান প্লেয়ার্স ইউনিটকে।

ম্যাচের শুরু থেকেই দিশা দলের আক্রমণাত্মক খেলার সামনে তটস্থ হয়ে পড়ে মহিষবাথানের রক্ষণভাগ। একের পর এক আক্রমণে চাপে রাখেন দিশার স্ট্রাইকার মনোজিৎ দাস। শেষমেশ হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হন তিনি। তাঁর পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি লাভ করেন। দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও খেলা পরিচালনার দক্ষতায় জমজমাট হয়ে ওঠে দিনটির ম্যাচ। ফুটবল প্রেমীদের আশা, এই পারফরম্যান্স আগামী ম্যাচগুলিতেও ধরে রাখবে দিশা দল।

তুফানগঞ্জে মর্নিংকে উড়িয়ে দিল যুব সংঘ

তুফানগঞ্জ: মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ তুলে নিল জয়। বৃহস্পতিবার, ১০ই জুলাই সংস্থার মাঠে তারা ৩-০ গোলে পরাজিত করল মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবকে।

ম্যাচে শুরু থেকেই আধিপত্য দেখায় কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ। প্রথমার্ধেই দলকে এগিয়ে দেন সুরজ কর। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে সূর্য বর্মন ও বিষ্ণু মণ্ডল আরও দুটি গোল করে দলের জয় সুনিশ্চিত করেন। গোটা ম্যাচে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলায় ম্যাচসেরা হন বিজয় বর্মন।

দাবায় প্রথম সৌমার্য্য, দিব্যাংকা

মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের মহকুমা পর্যায়ের দাবায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে প্রথম হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র সৌমার্য্য সরকার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হোলি চাইল্ড স্কুলের আকাশ নীল মিত্র ও অভিরূপ সরকার। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে প্রথম টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের ধৃতিমান মজুমদার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হোলি চাইল্ড স্কুলের পিনাকী রায় ও উদয়ন শর্মা। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে প্রথম হিমালয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মুকুন্দ কুমার আগরওয়াল। দ্বিতীয় ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের সৌমজিৎ সিংহ এবং তৃতীয় হিমালয়ান স্কুলের অ্যাডাম এইচ রোহিত। অপরদিকে, অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলের দিব্যাংকা ছেত্রী, দ্বিতীয় সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ের কেয়া মজুমদার ও তৃতীয় সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়ের পল্লবী দাস।

আন্তর্জাতিক বিচারক হলেন সপ্তপর্ণী

ক্যারাটেতে বাজিমাত চা বাগানের মেয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়ি: চা-বাগান ঘেরা আলিপুরদুয়ারের মাটিতে জন্ম, শৈশবে স্বপ্ন ছিল ক্রিকেটার হওয়ার। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে হাতে উঠে আসে ব্যাট নয়, ক্যারাটে বেল্ট। আর তাতেই বাজিমাত। আলিপুরদুয়ার জেলার মেয়ে সপ্তপর্ণী চক্রবর্তী এবারে এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের জাজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের বিচারক হওয়ার লাইসেন্স পেলেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ এশিয়ান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে বিচারকের ভূমিকায় রয়েছেন শ্রীলঙ্কার কলম্বো শহরে।

উত্তরবঙ্গ তো বটেই, গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকেই আন্তর্জাতিক মহিলা বিচারক হিসেবে "কাতা" ও "কুমিতে" দুই বিভাগেই প্রথম উত্তীর্ণ হলেন সপ্তপর্ণী। ক্যারাটে শেখানোই এখন তাঁর ব্রত। চা বাগানের মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখানো হোক বা পুলিশের উইনার্স টিমের প্রশিক্ষণ—সর্বত্রই তাঁর প্রশিক্ষণের ছোঁয়া।

গত ২ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত কলম্বোতে আয়োজিত হয়েছিল এশিয়ান ক্যারাটে ফেডারেশনের জাজ ও কোচ সেমিনার। সেখানেই কঠিন পরীক্ষায় সফল হন সপ্তপর্ণী। ফলে এখন থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের যেকোনও এশিয়ান ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতের হয়ে বিচারক হিসাবে অংশ নিতে পারবেন।

অভিনব এই সাফল্যে গর্বিত আলিপুরদুয়ার জেলা। চা-বাগানের ধুলো মাখা পথ পেরিয়ে যিনি আন্তর্জাতিক মানচিত্রে নিজের নাম উজ্জ্বল করলেন, তাঁর এই যাত্রা নিঃসন্দেহে উত্তরবঙ্গের সমস্ত কন্যার জন্য এক নতুন প্রেরণা।

রান্নাঘরের পোর্টফোলিওকে আপগ্রেড করেছে হিন্ডওয়্যার

কলকাতা: হিন্ডওয়্যার স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সের শীর্ষ নেতা রান্নাঘরের পোর্টফোলিওকে আপগ্রেড করে একগুচ্ছ স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস লঞ্চ করেছে। এখানে রয়েছে BLDC (ব্রাশলেস ডাইরেক্ট কারেন্ট) মোটর-ইক্যুইপড চিমনি, অত্যাধুনিক হবস, নতুন ওভেন ও স্টাইলিশ কিচেন সিঙ্ক।

সম্প্রসারণটি একেবারেই সঠিক সময়ে ঘটেছে, যখন ভারতের রিয়াল এস্টেট বাজার ক্রমবর্ধমান বিকশিত হচ্ছে। ফলে, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স বিভাগের বৃদ্ধির হওয়ার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

বর্তমানে, IIয় স্তর, এমনকি IIIয় স্তরের শহরগুলিও উন্নয়নের দিকে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, যার কারণে জীবনযাপনের উন্নত সুযোগ সুবিধা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জাম ও বাড়ির স্বয়ংচালনার প্রতি বাড়তে থাকা চাহিদাও বেড়ে চলেছে। তাই, হিন্ডওয়্যারের নতুন অ্যাপ্লায়েন্সগুলির বিকশিত হওয়ার জন্য এক উর্বর ভূমি প্রস্তুত হয়েছে।

হিন্ডওয়্যার হোম ইনোভেশন লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট, শ্রী মহেশ কুমার চৌধুরী বলেন, "কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস বিভাগে আমাদের কিচেন চিমনি ও অন্যান্য উন্নত অ্যাপ্লায়েন্সেস লঞ্চের মাধ্যমে, আমরা এই পোর্টফোলিওর প্রতি ক্রমাগত মনোযোগ দিয়েছি, যাতে ভারতীয় পরিবারগুলির প্রতিদিনের রান্নার অভিজ্ঞতায় আমূল পরিবর্তন ঘটানো যায়।"

হিন্ডওয়্যার মোট ১২টি নতুন BLDC চিমনি মডেল চালু করেছে, যা ধোঁয়া-মুক্ত রান্নাঘর নিশ্চিত করে। এগুলি ৬০ CM, ৭৫ CM এবং ৯০ CM আকারে পাওয়া যাবে, যার সাথে ৩ বছরের ওয়ারেন্টি এবং ১২ বছরের মোটর ওয়ারেন্টি উপলব্ধ। এদিকে, প্রিমিয়াম বিল্ট-ইন রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে মার্কাস ৪0 L, ওক্তাভিও 44 L বিল্ট-ইন ওভেন ও এয়ার ফ্রায়ারের মত উন্নত প্রযুক্তি।

যেহেতু, মডুলার রান্নাঘরের জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই তারা ক্লাসিক সিরিজ কিচেন সিঙ্কও চালু করছে। এগুলি রান্নাঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।

অবস্থানকে মজবুত করতে হিন্ডওয়্যার সম্প্রতি পাটায়া ও ব্যাংকক (থাইল্যান্ড) একটি গ্র্যান্ড সেলস কনফারেন্স ও রেকগনিশন ইভেন্টের আয়োজন করে, যেখানে 200 এর বেশি পার্টনার ও সেলস কর্মচারী যোগ দিয়েছিলেন।

ভি-র নতুন অফার

শিলিগুড়ি: ভি (ভোডাফোন আইডিয়া) গ্রাহকদের জন্য আনলো 'পাক্কা প্রমিস' অফার, যেখানে আনলিমিটেড ভয়েস প্যাকে মিলবে অতিরিক্ত ২৪ দিনের বৈধতা। ১৯৯ টাকা বা তার বেশি রিচার্জে ২ দিন বাড়তি বৈধতা মিলবে। অফারটি পেতে ডায়াল করতে হবে এই নম্বরে *৯৯৯# অথবা কল করতে হবে ১২১২ নম্বরে।

কল্যাণীতে বারবিকিউ নেশনের নতুন আউটলেট

কল্যাণী: পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানগরী কল্যাণীতে আইটিআই মোড়ের কাছে নতুন আউটলেট চালু করল বারবিকিউ নেশন। ৩২০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে বিস্তৃত তিনতলা এই রেস্তোরাঁয় ১০৮ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট মূল্যে আনলিমিটেড ভেজ-ননভেজ খাবার মিলবে এখানে। নতুন আউটলেটের মাধ্যমে রাজ্যে আরও একধাপ সম্প্রসারিত হল বারবিকিউ নেশন-এর পরিষেবা।

স্কোডার রেকর্ড বিক্রি ভারতে: ছ'মাসে ৩৬ হাজারেরও বেশি ইউনিট

শিলিগুড়ি: নতুন রেকর্ড গড়ল স্কোডা অটো ইন্ডিয়া (Skoda Auto India)। সংস্থাটি ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে ৩৬,১৯৪টি গাড়ি বিক্রি করেছে - এটাই ভারতে তাদের সর্বোচ্চ ছ'মাসের বিক্রি, যা গত বছরের তুলনায় ১৩৪% বৃদ্ধি। এর ফলে স্কোডা (Skoda) এখন ভারতের শীর্ষস্থানীয় সাতটি গাড়ি প্রস্তুতকারকের তালিকায় উঠে এসেছে।

নতুন এসইউভি (SUV) কাইলাক (Kylaq) ও দ্বিতীয় প্রজন্মের কোডিয়াক (Kodiaq) মডেল এবং বিস্তৃত বিক্রয়-পরিসেবা নেটওয়ার্ক এই সাফল্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

এইচ অ্যান্ড এইচ অ্যালুমিনিয়াম গুজরাটে ভারতের বৃহত্তম সোলার ফ্রেম প্ল্যান্ট চালু করেছে

কলকাতা: গুজরাট-ভিত্তিক এইচ অ্যান্ড এইচ অ্যালুমিনিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড রাজকোটে ভারতের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে উন্নত অ্যালুমিনিয়াম সোলার ফ্রেম উৎপাদন কারখানার উদ্বোধন করেছে। ৪ জুলাই, ২০২৫-এ ২৮০০০ বর্গ মিটার জুড়ে বিস্তৃত এই প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি আর পাটিল।

এই অত্যাধুনিক প্ল্যান্টে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রতি বছর ২৪০০০ মেট্রিক টন, ৬ গিগাওয়াট পর্যন্ত সোলার ইনস্টলেশন সমর্থন করে। ৩০০ টিরও বেশি কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পূর্ণ ক্ষমতায় এলে বছরে ৭০০-৭৫০ কোটি টাকা আয়ের সুযোগ থাকছে।

প্ল্যান্টের লক্ষ্য হল আমদানির উপর ভারতের নির্ভরতা হ্রাস করা। বর্তমানে ৯০-৯৫% অ্যালুমিনিয়াম সোলার প্যানেল ফ্রেম আমদানি করা হয়। চীনা আমদানিতে ভারত সরকারের অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক দেশীয় নির্মাতাদের সমর্থন করবে। এইচ অ্যান্ড এইচ অ্যালুমিনিয়াম-এর ডিরেক্টর উত্তম প্যাটেল বলেছেন, "মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য এবং সৌরশক্তি সেক্টরে দেশীয় উৎপাদনকে উন্নত করার জন্য আমরা একটি অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছি।"

ভারত ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি স্থাপনের একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সৌরশক্তি থেকে আসবে বলে মনে করা হয়। বিজয় কানেরিয়া, এইচ অ্যান্ড এইচ অ্যালুমিনিয়ামের ডিরেক্টর, বৃদ্ধির সম্ভাব্যতাকে তুলে ধরেছেন। বলেছেন, "এটি আগামী ৫-১০ বছরে সৌরশক্তি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য একটি বিশাল সুযোগ নিয়ে আসবে।"

১৫টি নতুন শহরে পরিষেবা চালু করে i¨vwc‡Wv এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গে

মুম্বাই: পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় ভারতের বৃহত্তম রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম i¨vwc‡Wv এবার চালু করল তাদের বাইক ট্যাক্সি ও অটো পরিষেবা। মালদা, খড়্গপুর, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, কৃষ্ণনগর, ঝাড়গ্রাম, বসিরহাট, বালুরঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, সিউড়ি, বোলপুর, বর্ধমান ও বাঁকুড়া - এই ১৫টি শহরে পরিষেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

i¨vwc‡Wv এই পদক্ষেপ রাজ্যের প্রথম ও লাস্ট-মাইল পরিবহণকে সহজ, সাশ্রয়ী ও আরও সহজলভ্য করে তুলবে। পাশাপাশি, রাজ্যে এক লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যাবে বলে i¨vwc‡Wv আশা করছে।

সাইবার প্রতারণা রুখতে শিলিগুড়িতে বাজাজ ফাইনান্সের সচেতনতামূলক অভিযান

শিলিগুড়ি: সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাজাজ ফাইনান্স শিলিগুড়িতে শুরু করল 'নকআউট ডিজিটাল ফ্রড' (Knockout Digital Fraud) কর্মসূচি। এটি বাজাজ ফাইনান্স-এর ১০০টি শহরব্যাপী সাইবার সচেতনতা অভিযানের অঙ্গ।

আরবিআই-এর ২০২৪ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী চালু করা এই উদ্যোগে ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ভুয়ো ওয়েবসাইট, ফেক লোন, ফিশিং-ভিশিং, ম্যালওয়্যার প্রভৃতি প্রতারণার কৌশল সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে। ভক্তিনগর থানার ওসি অমিত অধিকারী জানান, অশিক্ষিত ও কম সচেতনদের টার্গেট করছে প্রতারকেরা। তাই সাবধানে থাকতে হবে, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই থানায় জানাতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ডিএসপি নকুলচন্দ্র দাস। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, অনলাইন ও সরাসরি প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকদের সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন করা হচ্ছে।

ইনোভা হাইক্রস পেল ভারত এনক্যাপ-এর ৫-স্টার সুরক্ষা মান

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের ইনোভা হাইক্রস ভারত এনক্যাপ (Bharat NCAP) সুরক্ষা মূল্যায়নে লাভ করল ৫-স্টার রেটিং। এই রেটিং পাওয়া গিয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের সুরক্ষার জন্য।

টিএনজিএ (TNGA) প্ল্যাটফর্মে নির্মিত এই গাড়িতে রয়েছে টয়োটা সেফটি সেন্স (TSS), ছয়টি এয়ারব্যাগ, ভিএসসি (VSC), এবিএস-ইবিডি (ABS-EBD), পিপিএমএস (TPMS), আইসোফিক্স (ISOFIX) চাইল্ড সিট মাউন্ট-সহ একাধিক আধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য।

নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গডকরি টয়োটা কর্তৃপক্ষকে এই সনদ তুলে দেন। ২০২২ সালে লঞ্চ হওয়া হাইক্রস ইতিমধ্যে ১.৩৫ লক্ষেরও বেশি ইউনিট বিক্রি হয়েছে ভারতে।

2G হ্যান্ডসেট গ্রাহকদের জন্য ভি গ্যারান্টি প্রোগ্রাম

শিলিগুড়ি: ভি, ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, তার ২জি হ্যান্ডসেট গ্রাহকদের জন্য ভি গ্যারান্টি প্রোগ্রাম চালু করেছে। যা ১২-মাসের মেয়াদে ২৪ দিনের অতিরিক্ত বৈধতা অফার করে। এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য শুধুমাত্র ভয়েস বা কম ডেটা ব্যবহারকারী প্রিপেইড গ্রাহক।

প্রতিটি ১৯৯ টাকা বা তার ওপরের আনলিমিটেড ভয়েস রিচার্জ প্যাকের সাথে ২ দিনের অতিরিক্ত বৈধতা। থাকছে সাধারণ ২৮ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনের পরিষেবার বৈধতা। অতিরিক্ত দুই দিনের রিচার্জ, ২৮ দিনের চক্রের গ্যাপ পূরণ করতে সাহায্য করবে।

১৯৯ টাকায় পাবেন আনলিমিটেড কল + ২ জিবি ডেটা + ৩০০ এসএমএস ফ্রি। (২৮ দিন মেয়াদ + ২ দিন অতিরিক্ত বৈধতা)। ২০৯ টাকার রিচার্জে পাবেন আনলিমিটেড কল + ২জিবি ডেটা + ৩০০ এসএমএস + কলার টিউন (২৮ দিন মেয়াদ + ২ দিন অতিরিক্ত বৈধতা)।

ভি গ্যারান্টি অপ্ট-ইন করতে ডায়াল করুন *৯৯৯# নম্বরে। অতিরিক্ত বৈধতা সুবিধা পেতে ১২১২ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

৪জি এবং ৫জি গ্রাহকদের জন্য বিদ্যমান প্রোগ্রামে থাকছে এক বছরে ১৩০ জিবি অতিরিক্ত ডেটা। প্রতি ২৮ দিন পরপর ১৩টি চক্রের জন্য ১০ জিবি ডেটা অটোমেটিক্যালি জমা হবে। তবে ২৯৯ টাকা বা তার বেশি দামের প্যাক অপ্ট করতে হবে।

আরবান ক্রুজার হাইরাইডারের জন্য এক্সক্লুসিভ ‘প্রেস্টিজ প্যাকেজ’ নিয়ে এল টিকেএম

শিলিগুড়ি: গ্রাহকদের আনন্দ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করে, টয়োটা কিরলোস্কর মোটর (টিকেএম) তার জনপ্রিয় সেল্ফ-চার্জিং হাইব্রিড এসইউভি - আরবান ক্রুজার হাইরাইডারের জন্য একটি সীমিত সময়ের ‘প্রেস্টিজ প্যাকেজ’ চালু করেছে।

জুলাই ২০২৫ থেকে পাওয়া যাচ্ছে এই প্রেস্টিজ প্যাকেজ। এখানে ১০টি উচ্চ-মূল্যের, ডিলার-ফিটেড এবং আসল অ্যাকসেসরিজ থাকছে যা হাইরাইডারের শক্তিশালী, শহুরে ডিজাইনের সঙ্গে পুরোপুরি যায়: এতে থাকছে প্রিমিয়াম ডোর ভিজার - সঙ্গে এসএস ইনসার্ট, হুড এমব্লেম, রিয়ার ডোর লিড গার্নিশ, ফেন্ডার গার্নিশ, বডি ক্ল্যাডিং, ফ্রন্ট বাম্পার গার্নিশ, হেড ল্যাম্প গার্নিশ রিয়ার বাম্পার গার্নিশ, রিয়ার ল্যাম্প গার্নিশ - ক্রোম ও ব্যাক ডোর গার্নিশ।

প্রতিটি আনুষাঙ্গিক হাইরাইডারের স্বতন্ত্র এসইউভি চরিত্রের সঙ্গে যাতে নির্বিঘ্নে মিশে যায়, সেভাবে তৈরি করা হয়েছে - এর মাসকিউলিন অবস্থান, ক্রোম হাইলাইট এবং আকর্ষণীয় সিলুয়েটকে প্রশস্ত করে, পাশাপাশি অতিরিক্ত সুরক্ষা এবং স্থায়িত্বও প্রদান করে।

আরবান ক্রুজার হাইরাইডারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি প্রথম-ইন-সেগমেন্ট সেল্ফ-চার্জিং শক্তিশালী হাইব্রিড বৈদ্যুতিক পাওয়ারট্রেন যা ব্যতিক্রমী জ্বালানী দক্ষতা এবং স্মুদ ও সাইলেন্ট কর্মক্ষমতার জন্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পেট্রোল এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকে একত্রিত করে। টয়োটার ১.৫ লিটার টিএনজিএ অ্যাটকিনসন সাইকেল ইঞ্জিন এবং একটি উন্নত বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা চালিত হাইব্রিড ভেরিয়েন্টটি শহর এবং হাইওয়ে উভয় রাস্তায় ড্রাইভের জন্য আদর্শ। নিও ড্রাইভ (মাইল্ড-হাইব্রিড) ভেরিয়েন্টগুলিতে ১.৫ লিটার কে-সিরিজ ইঞ্জিন রয়েছে, যা ৫-স্পিড ম্যানুয়াল বা ৬-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন অফার করে।

অতিরিক্ত ক্ষমতার জন্য, নির্বাচিত ট্রিমে একটি ইন্টেলিজেন্ট অল-হুইল ড্রাইভ (AWD) সিস্টেমও রয়েছে - যা হাইরাইডারকে দক্ষ এবং ভার্সেটাইল করে তোলে।

কলকাতায় চালু হল হিন্ডওয়্যার-এর প্রিমিয়ার স্টোর

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় বাথওয়্যার ব্র্যান্ড হিন্ডওয়্যার লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় তার অত্যাধুনিক প্রিমিয়ার ব্র্যান্ড স্টোর চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। নতুন উদ্বোধন করা স্টোরটি পূর্বাঞ্চলে হিন্ডওয়্যারের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা। এটি তাদের রিটেইল সম্প্রসারণ কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সংযোজনের মাধ্যমে, কোম্পানিটি এখন কলকাতায় ৪টি এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৩০টি ব্র্যান্ড স্টোর পরিচালনা করছে।

ইছাপুরে কৌশলগতভাবে অবস্থিত, নতুন ব্র্যান্ড স্টোর ‘তিরুপতি সেলস কর্পোরেশন’ হিন্ডওয়্যার-এর বৈচিত্র্যময় বাথওয়্যার পোর্টফোলিও অফার করছে। গ্রাহক, কনট্রাকটর এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের তারা নিমজ্জিত ব্র্যান্ড অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য প্রস্তুত। স্টোরটিতে স্যানিটারিওয়্যার এবং কল থেকে শুরু করে শাওয়ার, বেসিন এবং কুইও (হিন্ডওয়্যারের একটি প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড), হিন্ডওয়্যার ইতালিয়ান কালেকশন এবং আইকনিক হিন্ডওয়্যার ব্র্যান্ডের প্রিমিয়াম পণ্যের বিস্তৃত রেঞ্জ থাকছে।

গ্রাহকরা হিন্ডওয়্যারের বিস্তৃত বার্থওয়্যার কালেকশন অন্বেষণ করে নিজেদের বাড়িকে সাজিয়ে তুলতে পারবেন। যার মধ্যে থাকছে জল-সাশ্রয়ী ডিজাইনার কল এবং স্টাইলিশ শাওয়ার থেকে শুরু করে উন্নত টয়লেট এবং বাথরুম অভিজ্ঞতার জন্য ডিজাইন করা অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যবিধি সমাধান।

কোম্পানির বাথ ও টাইলস বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন “এই লেটেস্ট স্টোরটি এই অঞ্চলের গ্রাহকদের প্রিমিয়াম বাথরুম অভিজ্ঞতা দেবে। “

বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড বন্ধন মাল্টি-ফ্যাক্টর ফান্ড চালু করেছে

কলকাতা: বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড বন্ধন মাল্টি-ফ্যাক্টর ফান্ড চালু করার কথা ঘোষণা করেছে, এটি একটি ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি স্কিম যা একটি অ্যাডাপ্টিভ এবং ইভলভিং মাল্টি-ফ্যাক্টর কোয়ান্টিটেটিভ মডেল থিমের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ করে। এই ফান্ডটি চারটি সময়-পরীক্ষিত বিনিয়োগ ফ্যাক্টর গতি, মূল্য, গুণমান এবং কম অস্থিরতা - কে একটি একক পোর্টফোলিওতে মেশায় এবং বিনিয়োগকারীদের বৈচিত্র্যময় এক্সপোজার প্রদান করে। নিউ ফান্ড অফার (NFO) বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে শেষ হবে। বন্ধন মাল্টি-ফ্যাক্টর ফান্ডে বিনিয়োগ লাইসেন্সপ্রাপ্ত মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অথবা সরাসরি https://bandhanmutual.com/nfo/bandhan-multi-factor-fund/ এর মাধ্যমে করা যেতে পারে।

লঞ্চ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, বন্ধন এএমসির সিইও বিশাল কাপুর বলেন, “বাজার ক্রমশ গতিশীল হয়ে উঠছে। সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের এমন কৌশল প্রয়োজন যা চক্রের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নিতে এবং স্থিতিস্থাপক থাকতে পারে। মাল্টি-ফ্যাক্টর বিনিয়োগ একটি আকর্ষণীয় ইক্যুইটি স্ট্র্যাটেজি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশেষ করে এমন বাজারে যেখানে কোনও একক ফ্যাক্টর ধারাবাহিকভাবে সবরকম পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দেয় না। মোমেন্টাম বুল মার্কেটে ভালো পারফর্ম করে যেমন রিকভারির সময় ভালো ভ্যালু দেয়, মন্দার সময় গুণমান এবং অনিশ্চিত পর্যায়ে আনসার্টেইনটি কম থাকে।”

পোর্টফোলিওটি শীর্ষ ২৫০টি লার্জ এবং মিড-ক্যাপ কোম্পানির ইউনিভার্স থেকে বেছে তৈরি করা হয়েছে।

আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনকে বন্ধন ব্যাঙ্কের সিএসআর অনুদান

আগরতলা: আসাম সরকার ও টাটা ট্রাস্টস-এর যৌথ উদ্যোগ আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন-কে (ACCF) সিএসআর (CSR) অনুদান দিল বন্ধন ব্যাঙ্ক। আগামী দুই বছরে আসামের ১৭টি জেলায় সুলভে ও মানসম্পন্ন ক্যান্সার চিকিৎসার সুবিধা পৌঁছে দিতে এই অনুদান ব্যবহার হবে।

গুয়াহাটিতে এক অনুষ্ঠানে স্বাক্ষরিত হয় সহযোগিতার স্মারক মউ (MoU)। উপস্থিত ছিলেন আসাম সরকারের সচিব প্রণব কুমার শর্মা, বন্ধন ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও (MD & CEO) পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত, এসিসিএফ-এর (ACCF) সিওও (COO) ডা. (মেজর জেনারেল) জয়প্রকাশ প্রসাদ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রায় ৫০০টি টাচ পয়েন্টে আসামের ১৫ লক্ষ গ্রাহক পরিষেবা পান। ব্যাঙ্কের এই অনুদান অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রোগীদের চিকিৎসা, থাকা ও যাতায়াত খরচ মেটাতে সহায়তা করবে।

টাফে এবং এজিসিও ব্র্যান্ড অধিকার, বিজ্ঞাপন এবং শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কে একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছেছে

কলকাতা: টাফে এবং এজিসিও ব্র্যান্ড অধিকার, বিজ্ঞাপন এবং শেয়ারহোল্ডিং সম্পর্কে একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ম্যাসি ফার্গুসন ব্র্যান্ডের মালিকানা। টাফে ভারত, নেপাল এবং ভুটানে ম্যাসি ফার্গুসন ব্র্যান্ডের একমাত্র এবং একচেটিয়া মালিক হয়ে উঠবে, ব্র্যান্ড এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডমার্কের সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং ইন্টারেস্ট তাদেরই থাকবে। টাফে কোম্পানিতে এজিসিও এর ২০.৭% অংশীদারি $২৬০ মিলিয়নে ফেরত কিনবে, যা টাফে-কে অ্যামালগামেশনস গ্রুপের একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। এজিসিও শেয়ারহোল্ডিং-এ টাফে এজিজিও-তে তার ১৬.৩% অংশীদারিত্ব বজায় রাখবে এবং কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে তার আনুপাতিক মালিকানা বজায় রাখতে ভবিষ্যতে বাইব্যাক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। টাফে এবং এজিসিও-এর মধ্যে সমস্ত বাণিজ্যিক চুক্তি বাতিল করা হবে, তবে টাফে আউটস্ট্যান্ডিং সাপ্লাই অর্ডারকে সম্মান করবে এবং সম্মত শর্তে সমস্ত বাজারের জন্য নিজেদের অংশটুকু সরবরাহ করতে থাকবে। ভারতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বিচারাধীন ম্যাসি ফার্গুসন ব্র্যান্ড সম্পর্কিত তিনটি মামলা সহ দুটি কোম্পানির মধ্যে চলমান সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া প্রত্যাহার করা হবে।

মল্লিকা শ্রীনিবাসন, চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর - টাফের বক্তব্য, “আমরা যখন টাফে-র বৃদ্ধির গল্পে একটি নতুন যুগে পা রাখছি, আমরা এজিসিও এর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ অংশীদারিত্বকে স্বীকৃতি দিই এবং লালন করি, এবং এজিসিও-কে নিযুক্ত শেয়ারহোল্ডার হিসাবে সমর্থন করি।” অন্যদিকে এরিক হ্যানসোটিয়া, এজিসিও-এর চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট এবং সিইও বলেছেন, “আমরা সমস্ত বাণিজ্যিক, নীতি সংক্রান্ত, এবং শেয়ারহোল্ডিং সংক্রান্ত বিষয়ে টাফে-এর সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ রেজোলিউশনে পৌঁছতে পেরে আনন্দিত।”

ত্বকের যত্ন নিন

কলকাতা: এই বিশ্ব ত্বক স্বাস্থ্য দিবসে, বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল ত্বক বজায় রাখার জন্য একটি সুষম খাদ্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড, ভিটামিন ই এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট সমৃদ্ধ, ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টির একটি পাওয়ার হাউস যা ত্বকের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে এবং মুখের বলিরেখা কমাতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ডের উপকারিতায় রয়েছে বার্ধক্য বিরোধী বৈশিষ্ট্য। ভিটামিন ই এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট মুখের বলিরেখা কমাতে এবং ত্বকের গঠন উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। এটি ইউভিবি রশ্মি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, যা ভারতের তীব্র গ্রীষ্মে যথেষ্ট উপকারী। অ্যালমন্ড সম্পূর্ণ, ভিজিয়ে, ভাজা বা বিভিন্ন খাবারে যোগ করা যেতে পারে, যা আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাকে সহজ করে তোলে।

ডাঃ গীতিকা মিত্তাল গুপ্ত বলেছেন, “এক মুঠো অ্যালমন্ড দীর্ঘস্থায়ী, স্বাস্থ্যকর ত্বকের উজ্জ্বলতায় অবদান রাখতে পারে।” সোহা আলি খানের বক্তব্য, “অ্যালমন্ড হল আমার পছন্দের খাবার। যা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার পেট ভরা রাখে। আমাকে প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়াতে সাহায্য করে যা আমার ত্বক এবং সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলে।” এমনকি

ঋত্বিক সমাদ্দার, শ্রিয়া সরণ, ইয়াসমিন করাচিওয়ালা প্রমুখ ত্বককে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল রাখতে অ্যালমন্ডের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

এই বিশ্ব স্কিন হেলথ ডে-তে, আপনার ত্বকে পুষ্টি জোগাতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল রং পেতে আপনার ডায়েটে ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালমন্ড অন্তর্ভুক্ত করুন।

‘অনারিং দ্য ওথ’

মেদান্তা-এর প্রয়াস

মেদান্তা – দ্য মেডিসিটি, ভারতের অন্যতম সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল, জাতীয় চিকিৎসক দিবস ২০২৫ উপলক্ষে তাদেরকে সম্মান জানাতে ‘অনারিং দ্য ওথ’ শিরোনামে একটি চলচ্চিত্র প্রকাশ করেছে। এটি সেই পবিত্র শপথের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, যা প্রতিটি চিকিৎসক তাদের অটল প্রতিশ্রুতির সাথে প্রতিদিন পালন করেন।

এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে মেদান্তা আমাদের ভারতরত্ন ডাঃ বি. সি. রায়-কে মনে করিয়ে দিয়েছে, যিনি আইএমএ ও এমসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং যাঁর জন্মদিনটিকেই চিকিৎসক দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এটি তাঁরই অনুপ্রেরণায় নির্মিত। ফিল্মটি বাস্তব জীবনের ক্লিনিক্যাল পরিবেশে ডাক্তারদের শপথ এবং চিকিৎসা পেশার প্রতি তাদের সম্মানকে প্রদর্শিত করে। এর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে চিকিৎসকদের নিরলস, নৈতিক ও মানবিক সেবার প্রতি আরও গভীর শ্রদ্ধা ও উপলব্ধি তৈরি করাই এই প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য। চলচ্চিত্রটি ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের নীতিশাস্ত্রের বর্ণনা দেয়, যা রোগীদের মর্যাদার সাথে চিকিৎসা, বৈষম্য এড়ানো, রোগীর গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সহানুভূতির সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের গুরুত্ব তুলে ধরে। কারণ মেদান্তা মনে করে যে, চিকিৎসা কেবল একটি পেশা নয় বরং মানবতার প্রতি আজীবন প্রতিশ্রুতি।

মেদান্তের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ নরেশ ত্রেহান বলেন, “মেদান্তা, প্রযুক্তি দ্বারা চালিত এবং এমন সেই ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত যারা অনুসরণ না করে নেতৃত্ব দেন। কারণ, আমাদের ডাক্তারদের শপথ কেবল একবার উচ্চারিত কিছু শব্দ নয়, বরং প্রতিদিনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও চিকিৎসার প্রতিফলন।”

এই হৃদয়স্পর্শী উপস্থাপনার মাধ্যমে মেদান্তা বিশ্বকে মনে করিয়ে দিয়েছে, যে স্বাস্থ্যসেবা শুধু চিকিৎসার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি গড়ে ওঠে বিবেক, মর্যাদা, সাম্য ও সেবার ভিত্তিতে এবং ‘অনারিং দ্য ওথ’ হল সেই গভীর শ্রদ্ধারই একটি নিবেদন।

সমাজ সচেতনতামূলক শর্ট ফিল্ম

এখন সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা টিভি খুললে প্রত্যেক দিনই আমরা দেখতে পারি কোথাও না কোথাও থেকে কোনো না কোনো তরুণী হারিয়ে যাচ্ছে নিখোঁজ হচ্ছে। হয়তো কারো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে হয়তো কারো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না!

এখনকার ইয়ং জেনারেশন এর একাংশই, ফেসবুকের ভার্চুয়াল জগতের ভালোবাসার উপর অন্ধ বিশ্বাস করে নিজেদের জীবনকে এক অন্ধকার জগতে ঠেলে দিচ্ছে ! আবেগের বশে তাদের একটা ভুল সিদ্ধান্তই ইয়ং জেনারেশনের এক অংশকে ঠিক কতটা ভয়ংকর পরিণতিতে ফেলে দিচ্ছেতা আমরা সকলেই জানি।

এই শর্ট ফিল্মটিতে দেখানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল জগতের কিভাবে একটা মেয়ে কিংবা একটা ছেলের জীবনকে শেষ করে দিতে পারে! অতিরিক্ত আবেগের বসে একটা ভুল পদক্ষেপ নিলে ঠিক কতটা ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। এখনকার ইয়ং জেনারেশন এর একাংশই নিজেদের অজান্তেই ঠিক কতটা ভয়ংকর মায়াজালের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দিতে পারে! শুধু তাই নয় তাদের পরিবারের ও কি করুণ পরিণতি হতে পারে। আর সেই ভার্চুয়াল জগতের ফেসবুক প্রেমের ভয়ংকর মায়াজাল নিয়েই মাথাভাঙ্গা থানা এবং মোটিভেশনাল চ্যানেল The Cob Untold কে সঙ্গে নিয়ে এই সমাজ সচেতনতামূলক শর্ট ফিল্ম “এক তরুণী” শর্ট ফিল্মটি তৈরি করেছেন।

তবে প্রথম দিনে শর্ট ফিল্মটির, শুটিং দেখেই অনেকেই মনে করছেন যে মাথাভাঙ্গা থানা এবং The Cob Untold এর যৌথ উদ্যোগে এই সচেতনতামূলক শর্ট ফিল্মটি বিশেষ করে সমাজের ইয়ং জেনারেশনকে একটা ইতিবাচক বার্তা দিতে পারে।

এই শর্ট ফিল্মটি লিখেছেন - The Cob Untold চ্যানেলের CEO - অমিত কুমার সিংহ! এই শর্ট ফিল্মটির মুখ্য ডাইরেক্টর ছিলেন, মাথাভাঙ্গা থানার টাউন বাবু মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী! সহকারী ডাইরেক্টর হিসেবে ছিলেন অমিত কুমার সিংহ, শ্যাম বর্মন! এই শর্ট ফিল্মটিতে বেশিরভাগ অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন মাথাভাঙ্গা থানার স্টাফেই!

খুব শীঘ্রই, ”এক তরুণী” এই সমাজ সচেতনতামূলক শর্ট ফিল্মটি মুক্তি পেতে চলেছে । আশা রাখছি এই শর্ট ফিল্মটির মধ্যে দিয়ে সমাজের ইয়ং জেনারেশনক বিশেষ করে মেয়েদের অনেক ভাবে সতর্কতার বার্তা দিতে পারে। এবং তাদের আবেগের বসে একটা ভুল সিদ্ধান্ত যে তাদের জীবনকে কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে , দৃশ্য দেখে হয়তো কিছু ইয়ং জেনারেশন এর কিছু অংশ সতর্ক হতে পারে। এবং এই শর্ট ফিল্ম এর মধ্য দিয়ে সমাজে একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করতে পারে সেই আশায় রাখছে অপেক্ষাকৃত দর্শক মহল!

সুস্থতার পথে অভিভাবকত্বের গুরুত্ব

কলকাতা: বলিউডের ফিটনেস প্রশিক্ষক ইয়াসমিন করাচিওয়ালা এবং অভিনেত্রী সোহা আলি খান দুটি ভিন্ন জগতের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, সন্তানদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে দুজনের চিন্তাভাবনা প্রায় একই। সোহা আলি খান মনে করেন, নিজেকে সুস্থ রাখতে চলাফেরার অভ্যাস গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হওয়া উচিত সহজ, মজাদার এবং দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ।

সোহা বলেন, “আমি খেয়াল রাখি যাতে ইনায়া এবং আমি প্রতিদিন কোনো না কোনো ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন করি—সেটা অল্প যোগা হোক, বসার ঘরে নাচ, বা শোবার আগে একসাথে স্ট্রেচিং করা।”এগুলি কেবল শরীরকেই সুস্থ রাখেনা, বরং বন্ধনও তৈরি করে।

এদিকে, ইয়াসমিন করাচিওয়ালা বিশ্বাস করেন যে প্রতিদিন অল্প পরিমাণে শরীরচর্চা স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তিনি বলেন, “কঠিন শরীরচর্চা না করলেও চলবে, তবে শরীরকে সচল রাখা জরুরি।” যেমন- হাঁটা, স্ট্রেচিং বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো সাধারণ দৈনন্দিন অভ্যাসও স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি করতে পারে।

সোহা দিন শুরু করে অ্যালমন্ড কলা স্মুদি দিয়ে, যা একটি পুষ্টিকর খাবার, অন্যদিকে তার মেয়ে ইনায়া মশলাদার অ্যালমন্ড কলা গুড়ের কেকের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করে। এছাড়াও, তাদের ডায়েটে থাকে চিকেন, ব্রাউন রাইস, চর্বিহীন প্রোটিন, গোটা শস্য এবং তাজা শাকসবজি ইত্যাদি।

একইভাবে, ইয়াসমিন এবং তার ছেলেরা ঐতিহ্যবাহী চিনিযুক্ত খাবারের পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর বিকল্প বেছে নেয়, যেমন চিয়া সীড, চিনাবাদাম মাখন এবং অ্যালমন্ডের দুধ দিয়ে তৈরি ভেগান ময়দাবিহীন ব্রাউনি। এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি তাদের অপরাধবোধ ছাড়াই মিষ্টি উপভোগ করতে দেয়, যা ভোগ এবং পুষ্টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

সোহা তার মেয়ে ইনায়ার জন্য প্রতিদিন অ্যালমন্ড প্যাক করেন, যাতে তার শক্তি এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়। ইয়াসমিন নিশ্চিত করেন যে তার ছেলে ভালো ঘুমের জন্য ঘুমের সঠিক রুটিন ফলো করে, যা যেকোনো বয়সে শক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য বড় করে।

তাদের মতে, “সুস্থতা কেবল একটি বিশেষ ঘটনা নয়; এটি জীবনযাপনের একটি পদ্ধতি।”তারা জানায় যে অ্যালমন্ড এবং বেরির মতো স্বাস্থ্যকর খাবারের সাথে সক্রিয় থাকা, অর্থবহ রুটিন মেনে চলা এবং পরিবারের সাথে ভালো সময় কাটানো, এই সবটাই বাড়ি এবং জীবন উভয় ক্ষেত্রেই ভারসাম্য তৈরি করে, যা নিজেকে সুস্থ রাখার মূল চাবিকাঠি।

প্রথমবার ‘টয় ট্রেন দিবস’

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪ঠা জুলাই ১৮৮১ সালে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রথম শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ঐতিহাসিক টয় ট্রেন। সেই ঐতিহ্যকে স্মরণে রাখতে এই প্রথমবার ‘টয় ট্রেন দিবস’ উদযাপিত হলো শিলিগুড়িতে। শুক্রবার নর্থ বেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ির শুকনা স্টেশনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় এই দিনটি। সকাল থেকেই আর্ট এক্সিবিশন ও

ড্রয়িং কম্পিটিশনের মাধ্যমে স্টেশন চত্বর জমজমাট হয়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে। শুধু শিশুরাই নয়, শতাধিক চিত্রশিল্পীও তাদের তুলি আর রঙে ফুটিয়ে তোলেন

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গৌরবগাথা। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এক ঐতিহ্যবাহী টয় ট্রেন, যেখানে দর্শনার্থীরা ফটো সেশন ও সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে উপভোগ করেন টয় ট্রেন যাত্রার আনন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর চন্দন কুমার রায়, স্টেশন ম্যানেজার ও নর্থ বেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরই এই দিনটি আরও বড় পরিসরে উদযাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

টয় ট্রেনের ইতিহাস ও তার গর্বিত উত্তরাধিকার নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন উপস্থিত অতিথিরা।

প্রেমের টানে মেদিনীপুর থেকে দিনহাটায় নাবালক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মিসড কলে মাস ছয়েকের প্রেমের পর মেদিনীপুর থেকে কোচবিহারের দিনহাটায় এসে উপস্থিত হল এক নাবালক। সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে। আর ওই ঘটনা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে চারদিকে। বাড়িতে কিছুই না জানিয়েই ওই নাবালক দিনহাটায় চলে যায়। ছেলের খোঁজে পুলিশের দ্বারস্থ হন মেদিনীপুরে থাকা ওই কিশোরের পরিবার। শেষে দিনহাটা থানার পুলিশ উদ্ধার করে মেদিনীপুরের ওই নাবালককে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত মাস ছয়েক আগে, মেদিনীপুরের নাবালকের মোবাইল থেকে মিসড কল আসে দিনহাটার শহর সংলগ্ন এক নাবালিকার ফোনে। এর পরে নিয়মিত কথা হতো দু'জনের মধ্যে । দু'জনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর সেই স্বপ্ন নিয়েই বাড়িতে কিছু না বলেই মেদিনীপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ওই নাবালক।

এরপর মাঝে একদিন পেরিয়ে গেলেও নাবালকের খোঁজ না মেলায় চিন্তায় পড়ে বাড়ির লোকজন। শুরু হয় থানা পুলিশ, এরই মাঝে ওই যুবকের পরিবারের এক সদস্য বইয়ের ভাঁজে খুঁজে পায় মেয়েটির নম্বর। এবং সেই নম্বরেই ফোন করতেই নাবালিকা স্বীকার করে নেয় তার সাথে দেখা করতেই দিনহাটা আসছে। আর এরপরেই ওই যুবকের পরিবারের তরফ থেকে দিনহাটা থানায় যোগাযোগ করলে শুরু হয় যুবকের সন্ধান।

তবে দিনহাটা থানার পুলিশ সূত্রে দাবি, এই কাজে তাদের সহযোগিতা করে ওই নাবালিকা মেয়েটিই। কিন্তু কীভাবে? সে বিষয়ে জানাতে দিনহাটা থানার এক আধিকারিক বলেন ওই নাবালিকাকে দিয়ে ছেলেটিকে ফোন করানো হয়। এবং বলা হয় সে দিনহাটা শহরের থানাদিঘির ধারে বসে আছে। প্রেমিকার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর ছেলেটি মেয়েটির কথামতো ২রা জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় সেখানে এলেই দিনহাটা থানার পুলিশ ওই নাবালককে উদ্ধার করে দিনহাটা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ৩রা জুলাই মঙ্গলবার রাতে ছেলেটির পরিবারের সদস্যরা দিনহাটা থানায় এলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই নাবালককে।

আইসি জয়দীপ মোদক বলেন, “মেদিনীপুরের একটি ছেলে হঠাৎই বাড়িতে কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়। পরবর্তীতে জানতে পারি পারি এখানকার একটি মেয়ের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সে জন্যই দিনহাটায় পৌঁছায়। পরে তাকে উদ্ধার্ করা হয়।”

খাদ্য দপ্তরের হানা

ফের ধরা পড়ল পচা খাবার ও নিষিদ্ধ উপাদান

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ির খাবারের গুণমান ফের প্রশ্নের মুখে। শুক্রবার শহরের এসএফ রোডে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের নেতৃত্বে চালানো এক অভিযানে একাধিক হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং মিষ্টির দোকান থেকে উঠে এল চাঞ্চল্যকর অনিয়মের তথ্য। অভিযান চলাকালীন দেখা যায়, অনেক রেস্তোরাঁ ও দোকানে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে পুরনো, বাসি পচা খাবার। অভিযোগ, একটি রেস্তোরাঁয় দু'দিন আগে রান্না করা খাবার ফ্রিজে রেখে তা গ্রাহকদের পরিবেশন করার জন্য রাখা হয়েছিল। এছাড়া, কয়েকটি দোকানে রান্নার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল এমন সব উপাদান, যা মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, কিছু দোকানে বাণিজ্যিক গ্যাসের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছিল ঘরোয়া রান্নার সিলিন্ডার। যা আইনত অপরাধ। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যেসব প্রতিষ্ঠান এই অনিয়মে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একইসঙ্গে, ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভের মুখে বিজেপি বিধায়ক বরেন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বৃহস্পতিবার ১০ই জুলাই সকালে শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইহাট কালি মন্দিরে পুজো দিতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন। এদিন গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে পুজো দিতে আসেন তিনি। পুজো দিয়ে বের হবার সময় মন্দিরের সামনেই বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরাও। মহিলাদের সাথে বচসা বাধে বিধায়কের,পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে ঘটনাস্থলে যান শীতলকুচি থানার পুলিশ। কোচবিহার জেলা পরিষদ সদস্যা শেফালী বর্মন বলেন - “বিধায়ক ভোটে জিতে এলাকায় আসেনি। একশো দিনের টাকা বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকার দেয়নি। ঝামেলা পাকানো জন্য বিধায়ক এলাকায় আসে, তাই বিধায়ককে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা”।

জলপাইগুড়িতে নাবালিকার শ্লীলতাহানি! পুলিশের দ্বারস্থ ছাত্রীর পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়ি: ক্লাসেই শ্লীলতাহানির শিকার অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। অভিযুক্ত সহপাঠী এক ছাত্র! জলপাইগুড়ি শহরের নামী বেসরকারি স্কুলের এ ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে স্কুলের তরফে উল্টে ছাত্রীর পরিবারকেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে ওই ছাত্রীর পরিবার।

বিষয়টি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির পাশাপাশি জলপাইগুড়ি মহিলা থানা এবং জেলা পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে জানিয়েছে নাবালিকার পরিবার। এই নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ আঁটলেও শনিবার জুলাই ৫, ২০২৫ তারিখে জেলা পুলিশ সুপার খণ্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’ জেলাশাসক শমা পারভীন জানিয়েছেন, ‘অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।’

ছাত্রীর মায়ের দাবি, ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৩ জুন। ক্লাসে পিছনের বেঞ্চে বসা এক ছাত্র তাঁর মেয়েকে শ্লীলতাহানি করে। প্রতিবাদ করায় ছেলেটি মেয়ের হাত মচকে দেয়। এ নিয়ে যদি মেয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে নালিশ করে, তাহলে সে আরও ‘খারাপ’ কিছু করবে বলে শাসায়। বিষয়টি প্রথমে মেয়ে ক্লাস টিচারকে জানায়। কিন্তু তিনি প্রথমে মেয়ের কথায় আমল দেননি। পরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। বাধ্য হয়ে মেয়ে বিষয়টি স্কুলের প্রিন্সিপালকে

জানায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্কুলের তরফে অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্টে তাঁদেরই ধমক দেওয়া হচ্ছে। মেয়েকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

যদিও ছাত্রীর ক্লাস টিচার শনিবার ফোনে বলেন, ‘আমি মোটেই কোনও কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করিনি। বিষয়টি প্রিন্সিপাল দেখছেন।’ স্কুলের বক্তব্য জানতে প্রিন্সিপালকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও জবাব মেলেনি।

ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ, ক্লাসের ভিতর এতবড় ঘটনা ঘটে গেলেও স্কুলের তরফে তাঁদের কিছু জানানো হয়নি। মেয়ে বাড়ি এসে তাঁকে সবটা বলে। এরপরই তিনি ক্লাস টিচারকে ফোন করে বিষয়টি জানতে চান। প্রথমে কথা বলতে পারবেন না বলে জানান ক্লাস টিচার। পরে নিজে ফোন করে জানান, যে ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সে মানসিকভাবে অসুস্থ। আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ওই ছাত্র।

ছাত্রীর মায়ের কথায়, ‘ক্লাসের মধ্যে আমার মেয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হবে, এটা ভাবতেও পারিনি। মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা ভেবে আমরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। ওইদিন রাতেই ই-মেল করে স্কুলের কাছে বিষয়টি জানতে চাই। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেটাও জানতে চাওয়া হয়।’ তাঁর দাবি, পরদিন লিখিত অভিযোগপত্র নিয়ে স্কুলে যাই। কিন্তু প্রিন্সিপাল খারাপ ব্যবহার করেন।

এমনকী আমার অভিযোগপত্র স্কুলের তরফে রিসিভ করে দিতেও অস্বীকার করা হয়। এরপরই ২৬ জুন বিষয়টি জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে জানাই। প্রথমে মেল করে, পরে সরাসরি অফিসে গিয়ে অভিযোগপত্র জমা দিয়ে আসা হয়। শনিবার জেলা পুলিস সুপারের অফিসে লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96